বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

১৪২৯-১৪৩০বঙ্গাব্দ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইটঃ www.ntrca.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

প্রকাশকাল

মার্চ, ২০২৪

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

উপদেষ্টা

এস. এম. মাসুদুর রহমান (যুগ্মসচিব)
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ।
ড. মোঃ আবদুল মান্নান (যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ।
জনাব মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী (যুগ্মসচিব)
সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ।

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), এনটিআরসিএ	- আহ্বায়ক
জনাব কাজী কামরুল আহছান (উপসচিব), পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)	- সদস্য
জনাব মোঃ আবদুর রহমান (উপসচিব),পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)	- সদস্য
প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	- সদস্য
জনাব ফিরোজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১)	- সদস্য
জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক প্রশাসন (ক্রয় ও সেবা)	- সদস্য
জনাব শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	- সদস্য সচিব।

সহযোগিতায়

জনাব মোঃ নূর আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, এনটিআরসিএ।
জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রকাশনা সহকারী, এনটিআরসিএ।
জনাব মোঃ মাহাবুব আলম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, এনটিআরসিএ।

কাঠামো ও অলংকরণ :

জনাব শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন),এনটিআরসিএ।

প্রচ্ছদ

জনাব মোঃ মোস্তফা নুরুন্নবি শাকিল, সিস্টেম এনালিস্ট,এনটিআরসিএ।
জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবীর, সহকারী প্রোগ্রামার, এনটিআরসিএ।

প্রকাশনায়

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা), ঢাকা।

মুদ্রণে

আনজা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
শুটকিরটেক, কলাতিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ(এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মার্ট নাগরিক তৈরি বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অংগীকার। শতভাগ শিক্ষিত নাগরিকগণ নতুন নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের এবং সমাজের সকলের জীবন ও জীবিকার মান বদলে দেবেন। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট বা কম্পিউটারের মাধ্যমে তারা সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন; সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রদত্ত পণ্য ও সেবা গ্রহণ করবেন; দেশ-বিদেশের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন ঋদ্ধ করে তুলবেন। প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা নিজেদের সমস্যা সমাধান করবেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে নির্বাচনী ইশতেহারে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত না করা গেলে সরকারের নির্বাচনী অভিপ্রায় বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) নিরলসভাবে এ কাজটি করে চলেছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার, দেশের ভিশন, মিশন, ডেল্টা প্ল্যান, মেগা প্রজেক্ট, এসডিজি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়, কার্বন নিঃসরণ, সব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কেবলমাত্র মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে প্রবেশ পর্যায়ে মানসম্মত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশের মাধ্যমে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের শূন্যতা পূরণে অবিরত কাজ করে চলেছে এনটিআরসিএ।

আমাদের সকল কাজের প্রেরণায় রয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নিরক্ষরমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানসম্মত শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে "রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১" ঘোষণা করেছেন। তাঁর অভাবনীয় নেতৃত্বগুণে শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে এসডিজি-৪ কে ধরা হয়েছে। এসডিজি-৪ ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়ন এবং সময়োপযোগী শিক্ষা গ্রহণ।

স্মার্ট নাগরিক গড়তে হলে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগ। স্মার্ট নাগরিক তৈরিতে পারংগম শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ নিরলসভাবে কাজ করছে। এনটিআরসিএ এর কার্যক্রম সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সেবা প্রত্যাশীসহ অংশীজনদের কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

(মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।

সচিব (উপসচিব)
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
(এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সম্পাদকের কথা

বার্ষিক প্রতিবেদন হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক কাজের প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন। আয়নায় যেমন যে কোনো বস্তুর অবিকল প্রতিফলন ঘটে প্রতিবেদনে তেমনি প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রতিফলন ঘটে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর প্রবর্তিত বিধানের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর শেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশ ও সরকারের নিকট হস্তান্তর একটি আইনী বাধ্যবাধকতা। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৩ সালের সম্পাদিত কর্মকান্ডের ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ, উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান – নির্বাচনী ইশতেহারের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মানসম্পন্ন শিক্ষার মূল ধারক হল যোগ্য শিক্ষক। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ২০০৫ সাল থেকে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদ পূরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানোর দায়বদ্ধতা পূরণ করে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং জবাবদিহিতা প্রয়োগ করে নিয়োগ সুপারিশ সুনিশ্চিত করছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব বেগম শামসুন নাহার, এম.পি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব সোলেমান খান এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে চলমান রাখার ক্ষেত্রে সর্বদা পরামর্শ প্রদান করছেন। কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যমন্ডলী ও প্রাজ্ঞ তথ্যজ্ঞদের সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং উপদেষ্টাবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সর্বোপরি অন্যান্য সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয়েছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সেবা প্রত্যাশীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিতকরণে বার্ষিক প্রতিবেদন অবদান রাখবে সম্পাদক হিসেবে এ প্রত্যাশা করছি। মুদ্রণ জনিত ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ প্রত্যাশা করছি।

(মোঃ ওবায়দুর রহমান)

প্রতিবেদনের কাঠামো

একনজরে এনটিআরসিএ

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন

ভিশন ও মিশন

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী

নির্বাহী বোর্ড

নির্বাহীবোর্ড এর বর্তমান সদস্যবৃন্দ

নির্বাহীবোর্ড এর সভা

জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

অনুবিভাগসমূহ

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটি

স্থিরচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড

২০২৩ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

বাজেট

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উদযাপন

স্থিরচিত্রে স্মরণীয় মুহূর্ত

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	**এক নজরে এনটিআরসিএ** • এনটিআরসিএ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি • এনটিআরসিএ অধিক্ষেত্র • বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাবৃন্দের ছবি সম্বলিত তালিকা • ভিশন • মিশন • কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি • নির্বাহী বোর্ড • বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ড এর বর্তমান সদস্যবৃন্দ • নির্বাহী বোর্ডের সভা • জনবল • অনুবিভাগ সমূহ • প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল • প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ • চেয়ারম্যান দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ • প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের জনবল • শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ • পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ	১-২০
০২	পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের জনবল	২১
	বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ	২২
০৩	**২০২৩ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী**	
	পরিপত্র সংশোধন	২৫-২৮
	সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন	২৯-৩০
০৪	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) এর জন্য প্রস্তাবিত পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড	৩১-৩২
	বিদ্যমান পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড	৩২-৩৩

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড	৩৪-৩৬
	জনবল কাঠামো বৃদ্ধির সার্বিক যৌক্তিকতা	৩৭-৩৯
	নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম	৪০
	গণবিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগ সুপারিশ	৪১
	নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	৪২
	সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ	৪৩
	নিবন্ধন পরীক্ষার ধাপসমূহ	৪৩-৪৪
	নিবন্ধন পরীক্ষার ক্রম বিকাশ	৪৪-৪৫
	পরীক্ষা পদ্ধতির স্তর	৪৫
	সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর ফলাফল সংক্রান্ত	৪৬
	এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের ফলাফল সংক্রান্ত	৪৭-৪৮
	অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলী (স্কুল-২ ও স্কুল পর্যায়)	৪৯
	অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলী (কলেজ পর্যায়)	৫০
	সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যক্রম	৫১-৫২
	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর পরীক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সম্মানি বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত	৫৩
	জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত	৫৪
	শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান, সংশোধন ও দ্বি-নকল প্রদান এবং প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের সংখ্যা	৫৪-৫৫
	এনটিআরসিএ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম এবং বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ সংশোধনের খসড়া প্রেরণ	৫৬
	বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২ প্রণয়ন ও প্রকাশ, মাঠ পর্যায়ে গণশুনানী/কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন	৫৭
	অবহিতকরণ কর্মশালা	৫৮-৬০

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন, চতুর্থ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তি-২০২৩ প্রকাশ	৬১
	এনটিআরসিএ-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬২
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (জুলাই, ২০২৩-জুন, ২০২৪)	৬৩-৭৯
	এপিএ টিমের স্থিরচিত্র	৮০
	SMART বাংলাদেশ বিনির্মানে গৃহীত পদক্ষেপ	৮১-৮২
	জনসেবার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম	৮২
	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম	৮৩
	সুশাসন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ, কর্মপরিবেশ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৮৪
	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা	৮৫-৮৬
০৫	**বাজেট**	
	এক নজরে বাজেট	৮৭-৮৯
	কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা	৯০
	উপসংহার	৯১

এনটিআরসিএ-এর সূচনা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দানের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ৩ ধারা এর আলোকে এ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে এনটিআরসিএ নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ প্রতিষ্ঠানের নাম Non-Government Teachers' Registration & Certification Authority (NTRCA) । এনটিআরসিএ সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শূন্যপদ সমূহে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকদের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান করে এবং কেবলমাত্র নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রাপ্তদের মধ্য হতে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে অনলাইনে প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন এবং নিয়োগ সুপারিশের কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়।

আইন অনুযায়ী এটি একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ঢাকাস্থ রমনা থানার ইস্কাটন গার্ডেন রোডের রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারের চতুর্থ তলায় অবস্থিত।

এনটিআরসিএ-এর অধিক্ষেত্র

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ৯ ধারা অনুসারে-

- বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;
- দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ;
- সংযুক্ত এবতেদায়ী দাখিল, আলিম, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ এবং
- সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র ভুক্ত হবে।

যারা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করেছেন :

২০.০৩.২০০৫-৩১.১২.২০০৫

জনাব মু. আসাহাবুর রহমান
(অতিরিক্ত সচিব)

২৪.০১.২০০৬-১৭.০৩.২০০৭

জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী
(অতিরিক্ত সচিব)

২১.০৩.২০০৭-৩০.০৫.২০০৭

জনাব এ.কে.এম.আবদুল আউয়াল মজুমদার (অতিরিক্ত সচিব)

৩১.০৫.২০০৭-৩১.০৫.২০০৯

জনাব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ
(যুগ্মসচিব)

০১.০৬.২০০৯-০৫.০৮.২০১০

ড. কবীর উদ্দীন আহমেদ
(যুগ্মসচিব)

০৫.০৮.২০১০-১১.০৭.২০১২

জনাব মমতাজ আহমেদ,এনডিসি
(যুগ্মসচিব)

১১.০৭.২০১২-২৬.০৫.২০১৫

জনাব আশীষ কুমার সরকার
(অতিরিক্ত সচিব)

২৬.০৫.২০১৫-৩০.০৯.২০১৮

জনাব এ. এম. এম.আজহার
(অতিরিক্ত সচিব)

০১.১০.২০১৮-০৮.১০.২০১৮

জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ
যুগ্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত)

০৯.১০.২০১৮-০২.১১.২০১৮

ড. মোঃ মাহামুদ-উল-হক
অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

০৩.১১.২০১৮-১৩.১১.২০১৮

জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ
যুগ্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত)

১৪.১১.২০১৮-১৪.০২.২০২০

জনাব এস এম আশফাক হুসেন
(অতিরিক্ত সচিব)

১৮.০২.২০২০-২৬.০৭.২০২০

জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার
অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

২৬.০৭.২০২০-১৭.১২.২০২০

জনাব মোঃ আকরাম হোসেন
(অতিরিক্ত সচিব)

১৮.১২.২০২০-২৮.১২.২০২০

জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার
অতিরিক্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

২৯.১২.২০২০-২৪.০৫.২০২১

জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন
(অতিরিক্ত সচিব)

২৫.০৫.২০২১-৩০.০৫.২০২১

জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন
যুগ্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত)

৩১.০৫.২০২১ –২০.১২.২০২৩

জনাব মোঃ এনামুল কাদের খান
(অতিরিক্ত সচিব)

২১.১২.২০২৩-১৭.০২.২০২৪

জনাব এস. এম. মাসুদুর রহমান
যুগ্মসচিব (ভারপ্রাপ্ত)

১৮.০২.২০২৪- বর্তমান

জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম
(অতিরিক্ত সচিব)

ভিশন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা মূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিত করণ।

মিশন :

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা মূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উর্ত্তীণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদ করণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্যপদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধার ভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্যপদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী

১. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ অনুযায়ী এনটিআরসিএ এর কার্যাবলী :

(ক) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;
(খ) শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;
(গ) জাতীয়ভাবে শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঘ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান;
(ঙ) শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান এবং বিভিন্ন খাতে ফি আদায়;
(চ) শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ছ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;
(জ) এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এম.পি.ও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
(ঝ) উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা;
(ঞ) বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন এবং
(ট) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের পরিপত্রের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত পরিপত্র অনুসারে এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্য পদের চাহিদা গ্রহণ করে। শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং সর্ম্পূণ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রার্থীদের পছন্দ এবং মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়।

নির্বাহী বোর্ড

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ধারা ৫ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি নির্বাহী বোর্ডের উপর ন্যাস্ত। উক্ত আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে নির্বাহী বোর্ড গঠিত:

১. চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ (পদাধিকারবলে) - চেয়ারম্যান

২. সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৩. সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৪. সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ, (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৬. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৭. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসাশিক্ষা বোর্ড (পদাধিকারবলে) - সদস্য

৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়) - সদস্য

১০. অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (উপ-সচিব পদমর্যাদার নীচে নয়) - সদস্য

১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য

১২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন অধ্যাপক (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য

নির্বাহী বোর্ডের ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন সদস্য পদাধিকারবলে এবং ৪ জন সদস্য মনোনীত।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ড এর বর্তমান **সদস্যবৃন্দ**

জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)

অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মোঃ আজিজ তাহের খান
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব),
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব হাবিবুর রহমান
মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

ড. মোঃ আব্দুল মান্নান (যুগ্মসচিব)
সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন

জনাব মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)

প্রফেসর মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

ড. মোঃ আবদুল হালিম
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মোঃ মনিরুজ্জামান
পরিচালক
বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট

ড. আবদুর রহিম
যুগ্মসচিব (বাজেট-৫),
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

জনাব মোহাম্মদ সুহেল মাহমুদ
উপসচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

নির্বাহী বোর্ডের সভা

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর ৭ ধারায় নির্বাহী বোর্ড এর সভা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত বিধান রয়েছে:

১. এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাহী বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

২. নির্বাহী বোর্ডের সকল সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে নির্বাহী বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৩. চেয়ারম্যান নির্বাহী বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে নির্বাহী বোর্ডের কোন সদস্য জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৪. নির্বাহী বোর্ডের অন্যান্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতিতে উহার কোরাম হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

২০২৩ **সালে** বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী বোর্ডের ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এনটিআরসিএ-এর নির্বাহী বোর্ড সভার ছবি

জনবল :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯ এর আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত ৬৫টি পদ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত প্রেষণে নিয়োগযোগ্য ০৪টি পদসহ (চেয়ারম্যান, ০৩ জন সদস্য) এনটিআরসিএ তে বর্তমানে ৬৯টি পদ রয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ

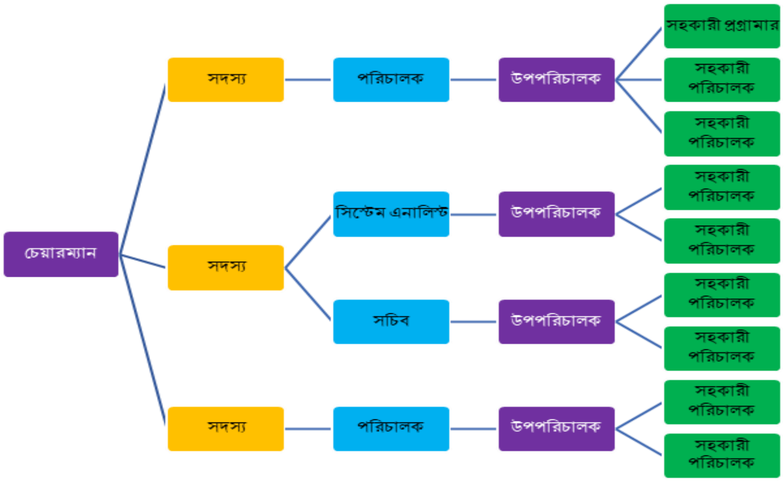

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান ৩টি অনুবিভাগের মাধ্যমে তার অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করছে। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ এবং পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ শিরোনামে তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। প্রতিটি অনুবিভাগ একজন সদস্য, একজন পরিচালক/সচিব, দুই বা ততোধিক উপপরিচালক এবং একাধিক সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব এবং পরিচালকের পদগুলোতে প্রেষণে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার সদস্য এবং উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকের অধিকাংশ পদে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা) পদটিতে প্রেষণে অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের একজন কর্মকর্তা কাজ করে থাকেন। ৪ জন সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী জনবলের অন্তর্ভুক্ত।

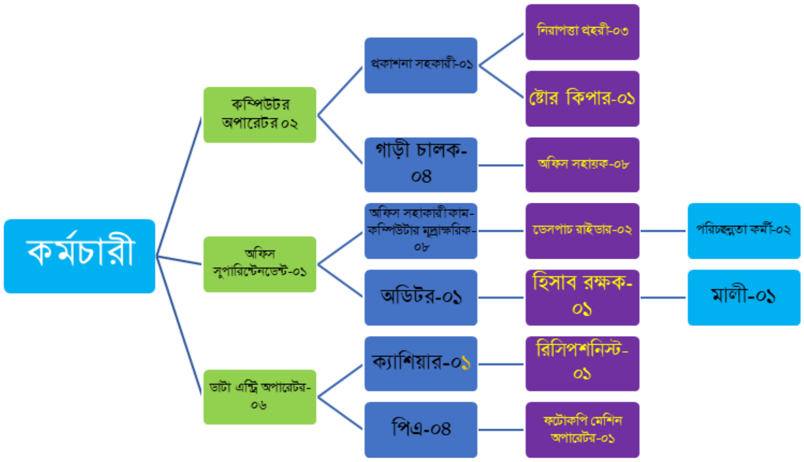

স্থায়ী জনবলের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি, স্থায়ীকরণ, শৃঙ্খলা ও আচরণ, অবসর গ্রহণ, চাকুরি অবসান ও অব্যাহতি ইত্যাদি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৯ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অনুবিভাগসমূহ

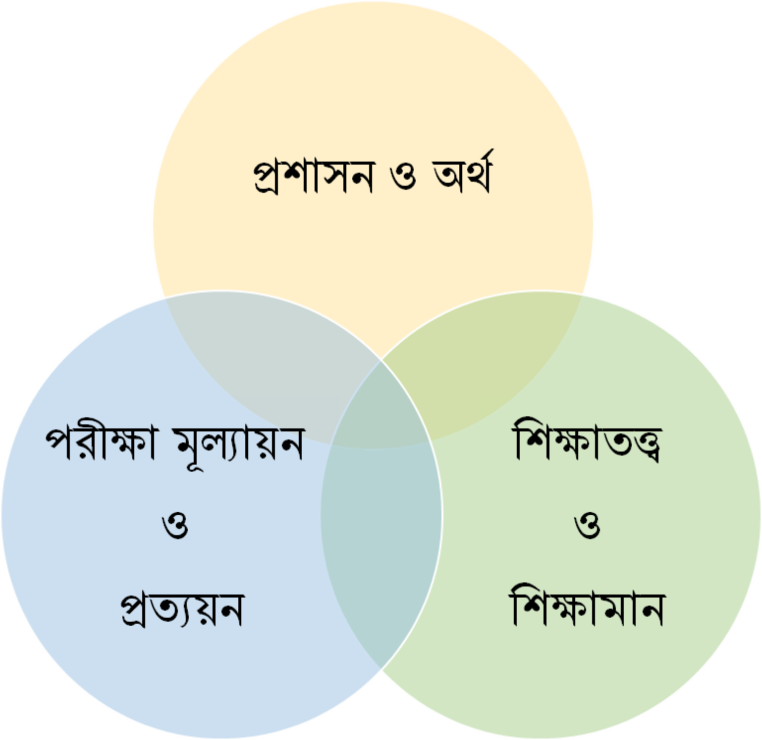

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বর্তমান জনবল

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
চেয়ারম্যান	সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন কর্মকর্তা/ বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের একজন প্রথিতযশা এবং প্রবীণ অধ্যাপক (প্রেষণে)	অতিরিক্ত সচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	শূন্য
সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)	সরকারের একজন যুগ্মসচিব (প্রেষণে)	যুগ্মসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
সচিব	সরাসরি নিয়োগ/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	উপসচিব ০১ (এক) জন প্রেষণে
পরিচালক	পদোন্নতির মাধ্যমে/সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা (প্রেষণে)	উপসচিব ০২ (দুই) জন প্রেষণে
সিস্টেম এনালিস্ট	০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ)	০১ (এক) জন
উপপরিচালক	সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা ০২ (দুই) জন (প্রেষণে), সহকারী পরিচালক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ (দুই) জন	০৩ (তিন) জন অধ্যাপক, ০১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপকসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে
সহকারী পরিচালক	০৮ (আট) জন (সরাসরি নিয়োগ)	০১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপক, ০২ (দুই) জন সহকারী অধ্যাপক এবং অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগের ০১ (এক) জন কর্মকর্তাসহ মোট ০৪ (চার) জন প্রেষণে। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ০৪ (চার) জন কর্মকর্তা কর্মরত।
সহকারী প্রোগ্রামার	০১ (এক) জন (সরাসরি নিয়োগ)	০১ (এক) জন
পি.এ	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন	০৪ (চার) জন
কম্পিউটার অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০১ (এক) জন
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	সরাসরি নিয়োগ ০৬ (ছয়) জন	০৫ (পাঁচ) জন
হিসাবরক্ষক	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	শূন্য
অডিটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
ক্যাশিয়ার	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
অফিস সহাকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন	০৮ (আট) জন
স্টোর কিপার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
প্রকাশনা সহকারী	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
রিসিপশনিস্ট	সরাসরি নিয়োগ ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন

পদের নাম	পদের বিবরণ	বর্তমান জনবল
ড্রাইভার	সরাসরি নিয়োগ ০৪ (চার) জন	০৪ (চার) জন
ডেসপাচ রাইডার	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগ ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন
অফিস সহায়ক	সরাসরি নিয়োগ ০৮ (আট) জন	০৬ (ছয়) জন
নিরাপত্তা প্রহরী	আউটসোর্সিং জনবল ০৩ (তিন) জন	০৩ (তিন) জন
মালী	আউটসোর্সিং জনবল ০১ (এক) জন	০১ (এক) জন
পরিচ্ছন্নতা কর্মী	আউটসোর্সিং জনবল ০২ (দুই) জন	০২ (দুই) জন
মোট জনবল	**৬৯ (উনসত্তর) জন**	নিয়োজিত জনবল ৬৩ (তেষট্টি) জন (এছাড়াও ০১ (এক) জন সহকারী অধ্যাপক এবং ০১ (এক) জন প্রভাষক সহকারী পরিচালক পর্যায়ে সংযুক্ত হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে ০১ (এক) জন কর্মকর্তা সংযুক্ত রয়েছেন। গাড়িচালক হিসেবে ০৪ (চার) জন এবং অফিস সহায়ক হিসেবে ০১ (এক) জন দৈনিক হাজিরাভিত্তিক জনবল হিসেবে কর্মরত আছেন)।

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

প্রশাসন, সমন্বয়, ক্রয় ও সেবা, যানবাহন, হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা এবং আইটি সেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক, আলাউদ্দিন আহামেদ, সহকারী পরিচালক, প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এস. এম. মাসুদুর রহমান (যুগ্মসচিব), সদস্য, মোঃ মোস্তফা নুরুন্নবি শাকিল, সিস্টেম এনালিস্ট, শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

লুৎফর রহমান, সহকারী পরিচালক, মোঃ মোশররাফ হোসেন, গাড়িচালক, কাজী মোঃ মাহবুবর রহমান, গাড়িচালক, সুকলান দে, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মোঃ শহিদুল আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বিকাশ বৈদ্য, স্টোর কীপার, সুব্রত দাস শুভ, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মোঃ মহিবুল্লাহ, অফিস সহায়ক, মোঃ নূর আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মোঃ হৃদয় হোসেন লিটন, দৈনিক হাজিরাভিত্তিক জনবল, কার্তিস চন্দ্র দাস, অফিস সহায়ক, মোঃ আলমগীর হোসেন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মোঃ মাহবুব আলম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মোঃ রাজব আলী, পিএ, মোঃ জাকির হোসেন, অডিটর, মোছা: নাছিমা খাতুন, অফিস সহায়ক, জাহানুনুনেছা, অফিস সহায়ক, মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, রিসিপসনিস্ট, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, ডেসপাচ রাইডার।

চেয়ারম্যান দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, কাজী কামরুল আহছান (উপসচিব), পরিচালক, মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ, এস. এম. মাসুদুর রহমান, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী, উপপরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

কাজী মোঃ মাহবুবর রহমান, গাড়িচালক, সুব্রত চৌধুরী, অফিস সহায়ক, মোঃ হৃদয় হোসেন লিটন, অফিস সহায়ক, কার্তিক চন্দ্র দাস, অফিস সহায়ক, মোঃ রজব আলী, পিএ, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, ডেসপাচ রাইডার।

প্রশাসন শাখার আওতায় কর্মরত আউটসোর্সিং ও দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীবৃন্দের সাথে প্রশাসন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, কাজী কামরুল আহছান (উপসচিব), পরিচালক, মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ, এস. এম. মাসুদুর রহমান, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী, উপপরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোঃ আনোয়ার হোসেন রাজিব, নিরাপত্তা প্রহরী, মোঃ হাবিবুর রহমান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, মোসাঃ নাজমা বেগম, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, মোঃ সিদ্দিক, মালী, মোঃ তসলিম উদ্দিন, নিরাপত্তা প্রহরী।

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের জনবল

কর্মরত কর্মকর্তা :

সদস্য ০১ জন,

সচিব ০১ জন,

উপপরিচালক ০১ জন,

সহকারী পরিচালক ০৫ জন,

সহকারী প্রোগ্রামার ০২ জন।

জনাব ড. মোঃ আবদুল মান্নান
(যুগ্মসচিব)

জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান
সচিব (উপসচিব)

প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী
উপপরিচালক

জনাব মোঃ জাকির হোসেন
সহকারী পরিচালক

জনাব শারমিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক

জনাব আলাউদ্দিন আহামেদ
সহকারী পরিচালক

জনাবমোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক

জনাব লুৎফর রহমান
সহকারী পরিচালক

জনাব মোঃ মোস্তফা নুরুন্নবি
শাকিল
সিস্টেম এনালিস্ট

জনাব মোহাম্মদ এনামুল কবীর
সহকারী প্রোগ্রামার

জনাব রফিকুল
সহকারী প্রোগ্রামার

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের কাজঃ

- প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বপালন;
- কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল্‌স-২০০৮ সহ সরকারি আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করে ক্রয় কার্য সম্পাদন।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;
- এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Skill Development-এর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৮ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;
- নির্বাহী বোর্ড সভা, সমন্বয় সভা ও অন্যান্য সভা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন;
- বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগ

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

সহকারী পরিচালক ফারজানা রসুল, মোঃ মোস্তাক আহমেদ, সহকারী পরিচালক, কাজী কামরুল আহছান, পরিচালক, জনাব মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এস. এম. মাসুদুর রহমান, সদস্য (যুগ্মসচিব), মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী, উপপরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

রাব্বিউল হাসান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মিনা বোস পিএ, মিলন মোল্লা কম্পিউটর অপারেটর।

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের জনবল

কর্মরত কর্মকর্তা:

সদস্য ০১ জন

পরিচালক ০১ জন

উপপরিচালক ০২ জন

সহকারী পরিচালক ০২ জন

জনাব মুহম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী
সদস্য (যুগ্মসচিব)

জনাব কাজী কামরুল আহছান
পরিচালক (উপসচিব)

জনাব মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী
উপপরিচালক

জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস চৌধুরী
উপপরিচালক

জনাব ফারজানা রসুল
সহকারী পরিচালক

জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ
সহকারী পরিচালক

শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষামান অনুবিভাগের কাজঃ

- ➢ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার পাঠ্যসূচি (সিলেবাস) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন/ সংশোধন/পরিবর্ধন ও নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন (যদি প্রয়োজন হয়) ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ➢ কর্তৃপক্ষের আইন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন এর প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ➢ নিবন্ধন পরীক্ষার পর সমন্বিত মেধা তালিকা হালনাগাদ করণ;
- ➢ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্য পদের তথ্য সংগ্রহ;
- ➢ শূন্য পদের চাহিদা সমূহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের মাধ্যমে যাচাইকরণ
- ➢ শূন্য পদের ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান এবং নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ;
- ➢ সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে মেধা ও পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন পূর্বক নিয়োগ সুপারিশ প্রদান
- ➢ নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ➢ প্রত্যয়নপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে আইনগত/বিধিগত জটিলতা দেখা দিলে সে বিষয়ে মতামত প্রদান;
- ➢ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- ➢ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন।

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগ

পরীক্ষামূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

ফয়জার আহমেদ সহকারী পরিচালক, ফিরোজ আহমেদ সহকারী পরিচালক, প্রফেসর দীনা পারভীন উপপরিচালক, মো: আবদুর রহমান (উপসচিব), পরিচালক, মো: এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, সদস্য (যুগ্মসচিব), এস. এস. মাসুদুর রহমান, সদস্য (যুগ্মসচিব), তাজুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

ফিরোজা আক্তার, ডাটা এন্ট্রি আপারেটর, মোসা: পারভীন আকতার বানু, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, রফিকুল কম্পিউটার অপারেটর, আশরাফুল ইসলাম, পিএ, মো: মুর্শেদ আলী, ফটোকপি মেশিন অপারেটর।

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের জনবল

কর্মরত কর্মকর্তা:

সদস্য ০১জন

পরিচালক ০১ জন

উপপরিচালক ০১ জন

সহকারী পরিচালক ০৩ জন।

জনাব ড. মোঃ আবদুল মান্নান
সদস্য (যুগ্মসচিব)

জনাব মোঃ আবদুর রহমান
পরিচালক (উপসচিব)

প্রফেসর দীনা পারভীন
উপপরিচালক

জনাব ফিরোজ আহমেদ
সহকারী পরিচালক

জনাব তাজুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক

জনাব ফয়জার আহমেদ
সহকারী পরিচালক

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের কাজ:

- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রদান, অনলাইনে দরখাস্ত গ্রহণ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন;
- পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে Question Setter, Moderator নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ এবং বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়(বিজি প্রেস) থেকে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থাকরণ;
- ট্রাংক বিবরণী অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ভেন্যুওয়ারী ট্রাংকজাতকরণ এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- পরীক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সামগ্রী (এমসিকিউ ফরম, উত্তরপত্র, কাগজপত্র, মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি) চাহিদা যথাসময়ে প্রশাসন শাখাকে অবহিতকরণ;
- উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;
- প্রত্যয়নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ;
- সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৮ অনুযায়ী নথি ব্যবস্থাপনা;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন।

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, কাজী কামরুল আহছান, পরিচালক (উপসচিব), মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এস. এম. মাসুদুর রহমান, সদস্য (যুগ্মসচিব), শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, ফিরোজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোঃ আলমগীর হোসেন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, মোঃ মাহাবুব আলম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মোঃ নূর আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর।

২০২৩ সালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১.১. পরিপত্র সংশোধন :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ৮ (ট) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর উপর অর্পণ করা হয়। অর্পিত দায়িত্বটি সুচারুপে প্রতিপালনের স্বার্থে এ সংক্রান্ত জারিকৃত পরিপত্রটি আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করার জন্য সংশোধন করে জারি করা হয়। যা নিম্নরুপ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪৪.০১৭.১৯.১৯ তারিখ: ১১ মাঘ, ১৪৩০
২৫ জানুয়ারি, ২০২৩

পরিপত্র

বিষয়: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রবেশ পর্যায় (Entry Level) এর শিক্ষক নিয়োগে অনুসরণীয় পদ্ধতি।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ৮ (ট) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক উক্ত আইনের ধারা ২ (ঝ)-তে বর্ণিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক প্রথম প্রবেশ পর্যায়ে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর উপর অর্পণ পূর্বক এই বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো:

১.০. **প্রযোজ্যতা:** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে অনুসরণীয় এ পদ্ধতি কেবল প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সহকারী প্রধানসহ যে সব শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে সে সব পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে না।

২.০. **নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য চাহিদা পত্র প্রেরণ:** প্রত্যেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি অথবা গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে পরবর্তী পঞ্জিকা বছরে তার

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগযোগ্য পদের একটি চাহিদাপত্র উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর নিকট প্রেরণ করবেন।

২.১. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তার উপজেলা/থানার প্রাপ্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা একীভূত করে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে একটি সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র জেলা শিক্ষা অফিসার এর নিকট প্রেরণ করবেন।

২.২. জেলা শিক্ষা অফিসার তার আওতাধীন সকল উপজেলা/থানার চাহিদাসমূহ একীভূত করে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলাভিত্তিক সংকলিত/সমন্বিত চাহিদাপত্র (Hard Copy ও Soft Copy) এনটিআরসিএ-তে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

৩.০. **নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও মেধা তালিকা প্রণয়ন:** এনটিআরসিএ দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শিক্ষকদের নিয়োগযোগ্য পদের সমন্বিত চাহিদার আলোকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে নিবন্ধন পরীক্ষা (প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক) গ্রহণ করবে এবং পদভিত্তিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মেধার ভিত্তিতে ফলাফল প্রণয়ন পূর্বক ঘোষণা করবে। একই সাথে পূর্ববর্তী নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইত:পূর্বে নিবন্ধিত মেধা তালিকা বহির্ভুত ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদ করবে।

৪.০. **নিয়োগ সুপারিশের জন্য বাছাই/নির্বাচন:** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে পদ শূন্য হওয়ার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামোতে সরকার নির্ধারিত কোটার প্রাপ্যতা উল্লেখপূর্বক উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-তে অনলাইনে চাহিদা প্রেরণ করবেন। অনলাইনে চাহিদা প্রেরণের জন্য এনটিআরসিএ-এর সংশ্লিষ্ট ওয়েব লিংক সব সময় খোলা থাকবে। এনটিআরসিএ প্রয়োজনে শূন্যপদের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তা গ্রহণ করবে।

৪.১. শূন্যপদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এনটিআরসিএ প্রয়োজনে তিন মাস অন্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে পারবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত চাহিদা অনুযায়ী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রাপ্ত শূন্যপদ সমূহের ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে এবং নিবন্ধিত প্রার্থীগণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ১৫ (পনের) দিন অথবা এনটিআরসিএ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করবেন।

৪.২. অনলাইনে আবেদন গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর এনটিআরসিএ পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে শূন্যপদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি পদের বিপরীতে পছন্দ ও মেধারভিত্তিতে ০১ (এক) জন করে প্রার্থী নির্বাচন করবে এবং তা প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত

করবে। এনটিআরসিএ প্রয়োজনে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য তথ্যাদির সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য তথ্য/সার্টিফিকেট/সনদ মনোনীত প্রার্থীকে দাখিল করতে বলতে পারবে। কেউ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ বা চাহিত তথ্য প্রদান না করলে তাকে সুপারিশের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৪.৩. প্রাথমিক নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় অনলাইনে শূন্যপদের চাহিদা প্রেরণ করবে।

৫.০. **নির্বাচিত প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন (ভি-আর) ফরম দাখিল:** এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রার্থী নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুলিশ ভেরিফিকেশনের লক্ষ্যে ভি-আর ফরম দাখিলের জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

৫.১. এনটিআরসিএ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিকট থেকে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রয়োজনীয় ভি-আর ফরম প্রাপ্তির পর তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে কেউ পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য ভি-আর ফরম দাখিল না করলে তাকে নিয়োগ সুপারিশের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৬.০. **নিয়োগ সুপারিশপত্র ও নিয়োগপত্র প্রদান:** নির্বাচিত প্রার্থী চাকুরির জন্য উপযুক্ত মর্মে পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ভিত্তিতে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান অবস্থায় শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনের ভিত্তিতে এনটিআরসিএ নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করে প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবে। সে অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ক্ষেত্রমত ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি নির্বাচিত প্রার্থীকে ০১ (এক) মাসের মধ্যে নিয়োগপত্র প্রদান করবে।

৭.০. **কর্মরত শিক্ষকদের আবেদনে প্রতিবন্ধকতা:** কর্মরত শিক্ষকগণের (ইনডেক্সধারী) ক্ষেত্রে সমপদে নিয়োগ সুপারিশের পুনঃআবেদন বিবেচনা করা হবে না। তবে, কর্মরত পদ ব্যতীত অন্য কোনো উচ্চতর বা নিম্নতর পদের জন্য এনটিআরসিএ-এর নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র থাকলে ইনডেক্সধারী শিক্ষকগণ উক্ত পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৮.০. **পরিপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধি-বিধান প্রণয়ন:** মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ডসমূহ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান বিধি-বিধান ইত্যাদি-তে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণ, প্রার্থী বাছাই ও নিয়োগের বিষয়ে বর্ণিত কোন বিধি-বিধান যদি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ ও বর্তমান পরিপত্রের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে উক্ত বিধি-বিধান সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ পরিপত্র জারির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৯.০. **অযোগ্যতা:** কোনো প্রার্থীর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুসারে কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদের (post) জন্য এনটিআরসিএ প্রদত্ত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র না থাকলে অথবা এনটিআরসিএ প্রদত্ত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রের মেয়াদ (উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/আদালত কর্তৃক নির্ধারিত) উত্তীর্ণ হলে অথবা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে প্রবেশের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমা উত্তীর্ণ হলে তিনি নিয়োগ সুপারিশের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১০.০. **পূর্ববর্তী পরিপত্র বাতিল ও উহার চলমান কার্যক্রম হেফাজত:** (ক) গত ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে জারিকৃত ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫.(অংশ)-৯৪২ নং পরিপত্র এবং (খ) গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি: তারিখে জারিকৃত ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংশ)-১০৮১ নং পরিপত্র এতদ্দারা বাতিল করা হলো। তবে উক্ত পরিপত্রদ্বয়ের আলোকে কোনো কাজ পেন্ডিং থাকলে তা উক্ত পরিপত্রদ্বয়ের বিধানমতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

স্বাক্ষরিত
২৫.০১.২০২৪
সোলেমান খান
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১.২ . সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনঃ

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এনটিআরসিএর জনবল কাঠামো পরিবর্তন সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সঙ্গত কারণে সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যা বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে বিবেচনাধীন রয়েছে।

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমান কার্যক্রমের ভিত্তিতে হালনাগাদ ও সংশোধন করা প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের প্রস্তাবের বিষয়ে গত ২৫ মে, ২০২৩ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর বিদ্যমান জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধনের প্রস্তাব অধিকতর যাচাই বাছাই করার জন্য কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিটি এনটিআরসিএ-এর প্রস্তাবিত জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী চূড়ান্ত করে সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করেছে। সে আলোকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর বিদ্যমান জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন পূর্বক পদ সৃজনের জন্য চেকলিস্ট অনুযায়ী পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা, প্রস্তাবিত পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড, প্রতিটি পদের দায়িত্ব ও খসড়া নিয়োগ বিধি (প্রবিধান) উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর মাধ্যমে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত আইন অনুযায়ী এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদানের কাজ করত। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ এর আওতায় নিবন্ধনের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হত এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ করা হতো। পরবর্তীতে ২০১২ এবং ২০১৫ সালে উক্ত বিধিমালা সংশোধন করা হয়। নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রথমে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হতো। বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হলেও এনটিআরসিএ-এর জনবল কাঠামো পরির্তন করা হয়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.১২.২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮১ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। নিয়োগ সুপারিশ সংক্রান্ত কাজটি এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সহায়তায় সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য এনটিআরসিএ-এর আইটি শাখাকে আরও কার্যকর করার নিমিত্ত সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার এবং

রক্ষনাবেক্ষণ প্রকৌশলী এর পদ সৃজনসহ সহকারী প্রোগ্রামার এর পদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট-কে প্রধান করে আইটি শাখাকে বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আইটি শাখায় সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীর পদ সৃজনসহ সহকারী প্রোগ্রামার, কম্পিউটার অপারেটর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এর পদ সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

এনটিআরসিএ-কে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব প্রদানের পর এ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল মামলায় সরকার পক্ষে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এনটিআরসিএ-তে পর্যাপ্ত জনবল নেই। এনটিআরসিএ-এর বিরুদ্ধে মামলাসমূহ সরকার পক্ষে যথাযথভাবে নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিচালনার নিমিত্তে এনটিআরসিএ-তে 'আইন সেল' সৃজন করা প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর উপরে বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে এনটিআরসিএ-এর জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো জরুরি ভিত্তিতে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যে কারণে পরিচালক (আইন)-কে প্রধান করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট আইন সেল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে সচিব (উপসচিব) এর পদনাম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, উপপরিচালক (অর্থ), রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, প্রোগ্রামার, লাইব্রেরিয়ান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাজেট অফিস, সেকশন অফিসার, হিসাব সহকারী, লাইব্রেরি সহকারী, টেলিফোন অপারেটর এবং ইলেকট্রিশিয়ান এর নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। লাইব্রেরিয়ান ও লাইব্রেরি সহকারীর সমন্বয়ে লাইব্রেরি শাখা সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে ৮১টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো (যানবাহন ও যন্ত্রপাতি/অফিস সরঞ্জাম) এর ক্ষেত্রে জীপসহ অন্যান্য যানবাহন, মোটর সাইকেল, এয়ারকুলার, ওএমআর মেশিন ইত্যাদি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে এনটিআরসিএ-এর বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে উল্লিখিত ৬৯টি ও প্রস্তাবিত ৮১টি পদসহ (নতুন প্রস্তাবিত পদ) মোট ১৫০টি পদের সংশোধন ও সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে (প্রস্তাবিত ৮১টি)। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর উপরে বর্ণিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে এনটিআরসিএ-এর জনবল কাঠামো ও সাংগঠনিক কাঠামো জরুরি ভিত্তিতে সংশোধন করা প্রয়োজন।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) এর জন্য প্রস্তাবিত
পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন স্কেল	গ্রেড
১.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১	৫০০০০-৭১২০০	৪
২.	নির্বাহী পরিচালক (বিদ্যমান সচিব পদের স্থলে)	-	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫
৩.	পরিচালক	১	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫
৪.	উপপরিচালক	২	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬
৫.	রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	১	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬
৬.	প্রোগ্রামার	১	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	২২০০০-৫৩০৬০	৯
৮.	সহকারী পরিচালক	২	২২০০০-৫৩০৬০	৯
৯.	লাইব্রেরিয়ান	১	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০
১০.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০
১১.	সেকশন অফিসার	৪	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০
১২.	বাজেট অফিসার	১	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০
১৩.	কম্পিউটার অপারেটর	৫	১২৫০০-৩০২৩০	১১
১৪.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১০	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১৫.	ব্যক্তিগত সহকারী	৪	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১৬.	অডিটর	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১৭.	লাইব্রেরি সহকারী	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৬
১৮.	হিসাব সহকারী	১	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
১৯.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৯৩০০-২২৪৯০	১৬

২০.	রিসিপশনিস্ট	১	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
২১.	টেলিফোন অপারেটর	১	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
২২.	গাড়িচালক	১০	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
২৩.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	১	৯০০০-২১৮০০	১৭
২৪.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	৮৮০০-২১৩১০	১৮
২৫.	অফিস সহায়ক	২৩	৮২৫০-২০০১০	২০
২৬.	নিরাপত্তা প্রহরী	১	৮২৫০-২০০১০	২০
২৭.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২	৮২৫০-২০০১০	২০
মোট পদ সংখ্যা		৮১		

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) এর জন্য বিদ্যমান

পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন স্কেল	গ্রেড
১.	সচিব	১	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫
২.	পরিচালক	২	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫
৩.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫
৪.	উপপরিচালক	৪	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬
৫.	সহকারী পরিচালক	৮	২২০০০-৫৩০৬০	৯
৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	২২০০০-৫৩০৬০	৯
৭.	কম্পিউটার অপারেটর	২	১২৫০০-৩০২৩০	১১

৮.	অফিস সুপারিন্টেডেন্ট	১	১১০০০-২৬৫৯০	১৩
৯.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৬	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১০.	পিএ	৪	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১১.	হিসাবরক্ষক	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১২.	অডিটর	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১৩.	স্টোর কীপার	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১৪.	প্রকাশনা সহকারী	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
১৫.	রিসিপশনিস্ট	১	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
১৬.	ক্যাশিয়ার	১	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
১৭.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৮	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
১৮.	ড্রাইভার	৪	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
১৯.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	১	৯০০০-২১৮০০	১৭
২০.	ডেসপাচ রাইডার	২	৮৮০০-২১৩১০	১৮
২১.	অফিস সহায়ক	৮	৮২৫০-২০০১০	২০
২২.	নিরাপত্তা প্রহরী	৩	৮২৫০-২০০১০	২০
২৩.	মালী	১	৮২৫০-২০০১০	২০
২৪.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২	৮২৫০-২০০১০	২০
	মোট পদ সংখ্যা	৬৫		

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এন.টি.আর.সি.এ.) এর

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত

পদের নাম, পদসংখ্যা, বেতন স্কেল, গ্রেড

বিদ্যমান পদের তথ্য					প্রস্তাবিত পদের তথ্য					
ক্র: নং	বিদ্যমান পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতন স্কেল	গ্রেড	ক্র: নং	প্রস্তাবিত পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মস্থল	বেতন স্কেল	গ্রেড
১.	চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) (প্রেষণে নিয়োজিত)	১	৬৬০০০-৭৬৪৯০	২	১	--	--		--	--
২.	সদস্য (যুগ্মসচিব) (প্রেষণে নিয়োজিত)	৩	৫৬৫০০-৭৪৪০০	৩	২	--	--		--	--
৩.	--	--	--	--	৩.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়	৫০০০০-৭১২০০	৪
৪.	সচিব	--	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫	৪.	নির্বাহী পরিচালক (বিদ্যমান সচিব পদের স্থলে)	--	প্রধান কার্যালয়	--	--
৫.	পরিচালক	২	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫	৫	পরিচালক	১ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫
৬.	সিস্টেম এনালিস্ট		৪৩০০০-৬৯৮৫০	৫	৬.	--	--	--	--	--
৭.	উপপরিচালক	৪	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬	৭.	উপপরিচালক	২ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়ে ২টি	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬
৮.	--	--	--	--	৮.	রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	১ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬
৯.	--	--	--	--	৯.	প্রোগ্রামার	১ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	৩৫৫০০-৬৭০১০	৬
১০.	সহকারী পরিচালক	৮	২২০০০-৫৩০৬০	৯	১০.	সহকারী পরিচালক	২(অতি:)	প্রধান কার্যালয়ে ২টি	২২০০০-৫৩০৬০	৯
১১.	সহকারী প্রোগ্রামার	১	২২০০০-৫৩০৬০	৯	১১.	সহকারী প্রোগ্রামার	১ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	২২০০০-৫৩০৬০	৯
১২.	--	--	--	--	১২.	লাইব্রেরিয়ান	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০
১৩.	--	--	--	--	১৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়ে ১টি	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০

১৪.	--	--	--	--	১৪.	সেকশন অফিসার	৪ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০
১৫.	--	--	--	--	১৫.	বাজেট অফিসার	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়	১৬০০০-৩৮৬৪০	১০
১৬.	কম্পিউটার অপারেটর	২	১২৫০০-৩০২৩০	১১	১৬.	কম্পিউটার অপারেটর	৫ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	১২৫০০-৩০২৩০	১১
১৭.	অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট	১	১১০০০-২৬৫৯০	১৩	১৭.	--	--		--	--
১৮.	স্টোর কীপার	২	১০২০০--২৪৬৮০	১৪	১৮.	--	--		--	--
১৯.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৬	১০২০০-২৪৬৮০	১৪	১৯.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১০ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়ে ১০টি	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
২০.	পিএ	৪	১০২০০-২৪৬৮০	১৪	২০.	ব্যক্তিগত সহকারী	৪ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
২১.	অডিটর	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৪	২১.	অডিটর	১ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	১০২০০-২৪৬৮০	১৪
২২.	হিসাবরক্ষক		১০২০০-২৪৬৮০	১৪	২২.	--	--		--	--
২৩.	প্রকাশনা সহকারী	১	১০২০০-২৪৬৮০	১৪	২৩.	--	--		--	--
২৪.	রিসিপশনিস্ট	১	৯৩০০-২২৪৯০	১৬	২৪.	রিসিপশনিস্ট	১ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
২৫.	ক্যাশিয়ার	১	৯৩০০-২২৪৯০	১৬	২৫.	--	--		--	--
২৬.	--	--	--	--	২৬.	লাইব্রেরি সহকারী	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়	১০২০০-২৪৬৮০	১৬
২৭.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৮	৯৩০০-২২৪৯০	১৬	২৭.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
২৮.	--	--	--	১৬	২৮.	হিসাব সহকারী	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়ে ১টি	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
২৯.	ড্রাইভার	৪	৯৩০০-২২৪৯০	১৬	২৯	গাড়িচালক	১০ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়ে ১০টি	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
৩০.	--	--	--	--	৩০.	টেলিফোন অপারেটর	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়	৯৩০০-২২৪৯০	১৬
৩১.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	১	৯০০০-২১৮০০		৩১.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	১ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়	৯০০০-২১৮০০	১৭
৩২.	ডেসপাচ রাইডার	২	৮৮০০-২১৩১০	১৮	৩২.					
৩৩.	অফিস সহায়ক	৮	৮২৫০-	২০	৩৩.	অফিস সহায়ক	২৩	প্রধান	৮২৫০-	২০

			২০০১০					কার্যালয়ে ২৩টি	২০০১০	
৩৪.	নিরাপত্তা প্রহরী	৩	৮২৫০-২০০১০	২০	৩৪.	নিরাপত্তা প্রহরী	০১	প্রধান কার্যালয়ে ১টি	৯৩০০-২২৪৯০	২০
৩৫.	মালী	১	৮২৫০-২০০১০	২০	৩৫.	--	--		--	--
৩৬.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২	৮২৫০-২০০১০	২০	৩৬.	পরিচ্ছন্নতাকর্মী	২ (অতি:)	প্রধান কার্যালয়ে ২টি	৮৮০০-২১৩১০	২০
৩৭.	--	--	--	--	৩৭.	ইলেকট্রিশিয়ান	১ (নতুন)	প্রধান কার্যালয়	৮৮০০-২১৩১০	২০
	মোট পদ সংখ্যা	৬৯				মোট পদ সংখ্যা	৮১			

জনবল কাঠামো বৃদ্ধির সার্বিক যৌক্তিকতা

রূপকল্প ২০৪১ এর অভীষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রতিযোগিতামূলক ও কারিগরি প্রযুক্তিতে অভাবনীয় পরিবর্তনশীল পৃথিবীর যোগ্য মানুষ হিসেবে আগামী প্রজন্মকে মান সম্মত শিক্ষায় গড়ে তোলার বিকল্প নেই। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০5 এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রবর্তিত আইন অনুসারে দেশের সকল বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, মাধ্যমিক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সমপর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভোকেশনাল, টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ও দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল ও সংযুক্ত এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের শর্ত হিসেবে নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক চাহিদা নিরূপন, শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ, জাতীয়ভাবে শিক্ষক-মান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতৎসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব এ প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পন করা হয়। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০5 এর ধারা ১০ এ এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ করাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর আওতায় নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা হয়। উক্ত বিধিমালা ২০১২ এবং ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয়। ২০০৬ সালের বিধিতে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা ছিল। পরবর্তীতে সংশোধনী সমূহে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আওতায় সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা ০৮টি বিভাগীয় শহরসহ ২৪টি জেলা শহরে সম্পন্ন করতে হয়। উক্ত ৩টি ধাপে উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। পরীক্ষা সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে ০৮টি বিভাগীয় শহরসহ ২৪টি জেলার জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগসহ মতবিনিময় ও সমন্বয় সভা করে পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। সেই জন্য ০২টি উপপরিচালকের পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

০২। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার নিমিত্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০.১২.২০১৫ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। গত ৩০.১২.২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮১ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী সরকার এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদের চাহিদা নিয়ে নিয়োগ সুপারিশের কাজটি পরিচালনা করা হয়।

০৩। নিয়োগ সুপারিশ সংক্রান্ত এ কাজটি এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সহায়তায় সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু এ কাজটি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য এনটিআরসিএ-এর আইসিটি সেলকে আরও কার্যকর করা প্রয়োজন। এর নিমিত্ত সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার এবং রক্ষনাবেক্ষণ প্রকৌশলী এর পদ সৃজনসহ সহকারী প্রোগ্রামার, কম্পিউটার অপারেটর ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এর পদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

০৪। এনটিআরসিএ-কে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব প্রদানের পর এ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পূর্বে নিবন্ধিত প্রার্থীসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন নিয়মিত মামলা দায়ের করছেন। এ সকল মামলায় সরকার পক্ষে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এনটিআরসিএ-তে পর্যাপ্ত জনবল নেই। এনটিআরসিএ-এর বিরুদ্ধে মামলাসমূহ সরকার পক্ষে যথাযথভাবে নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিচালনার নিমিত্তে এনটিআরসিএ-তে 'আইন সেল' সৃজন প্রয়োজন।

০৫। এনটিআরসিএ-এর বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে ১০ গ্রেড বা ২য় শ্রেণির কোনো পদ না থাকায় প্রবিধানমালা অনুযায়ী এ কর্যালয়ে ১১-২০ গ্রেডে কর্মরত কর্মচারীদের প্রায় সকল পদে পদোন্নতির সুযোগ নেই। কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে ১০ম গ্রেডে পদ সৃজন করা প্রয়োজন।

০৬। এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠার পর ২০০৫ সালে ১৪৯ জনের খসড়া জনবল কাঠামো সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত হলেও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২২টি পদে অস্থায়ী মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৮৩টি পদে অস্থায়ী মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৭.১৫.০১৫.১২-৩৯৪ সংখ্যক স্মারকে এনটিআরসিএ-এর ৬৫টি পদের মেয়াদ ০১ জুন, ২০০৯ হতে ৩১ মে, ২০১২ পর্যন্ত ভূতাপেক্ষভাবে সংরক্ষণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। শিক্ষানীতি ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.১২.২০১৫ তারিখে জারিকৃত পরিপত্রের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রার্থী সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব দেয়ায় এবং নিবন্ধন পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়ায় এনটিআরসিএ-এর কার্যপরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা ও কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করে দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধারভিত্তিতে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে মেধাবী প্রার্থীকে শূন্য পদের বিপরীতে নির্বাচন করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান কার্যপরিধি এবং বাস্তবতা বিবেচনা করে সংশোধিত জনবল কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বল্প সময়, স্বল্প ব্যয় ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ পরিহার করে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করণের জন্য যা অত্যাবশ্যক।

১.৩ নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১নং আইন) এর মাধ্যমে ২০০৫ সালে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উক্ত আইনের ১০নং ধারায় এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত আইনের ধারা ২১ এর আলোকে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালার মাধ্যমে এনটিআরসিএ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন করে এবং প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে। উক্ত প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ প্রদান করে। ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫ (অংশ)-১০৮১ নং পরিপত্র জারি করা হয়। উক্ত পরিপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের (যেমন: সহকারী শিক্ষক, প্রভাষক, প্রদর্শক, ট্রেড ইন্সট্রাক্টর, সহকারী মৌলভী- ইত্যাদি) শূন্য পদে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য অর্থাৎ নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এনটিআরসিএ-এর সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ প্রদান করে। ২০১৬ সাল হতে ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত ১,১৩,২৪০ (এক লক্ষ তের হাজার দুইশত চল্লিশ) জন প্রার্থীকে এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগ সুপারিশের জন্য ৫ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অচিরেই প্রকাশ করা হবে।

গণবিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগ সুপারিশঃ

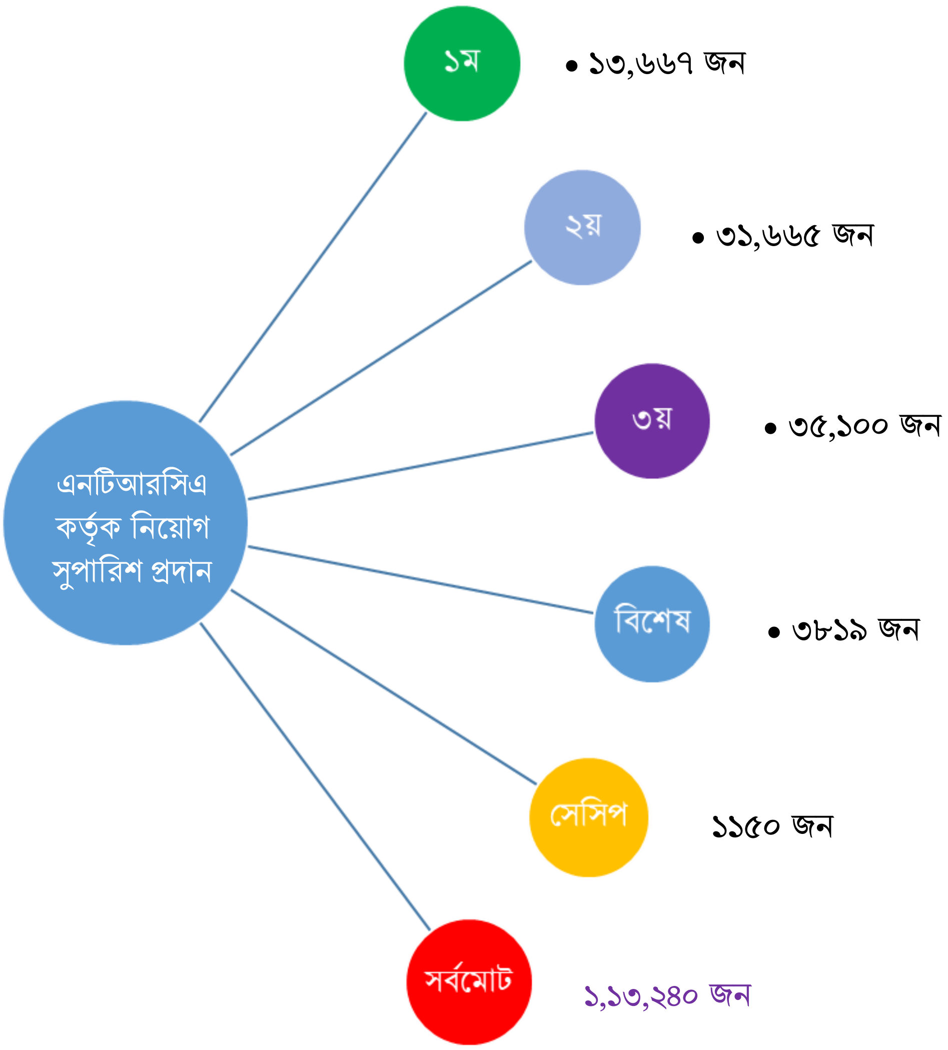

নিয়োগ প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

- বাংলাদেশের সকল বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এনটিআরসিএ-র আওতায় অনলাইনে ই-নিবন্ধন (ই-রেজিস্ট্রেশন), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান।
- এনটিআরসিএ-র নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে অনলাইনে শূন্য পদের চাহিদা (ই-রিকুইজিশন) গ্রহণ।
- প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের নিকট থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক শূন্য পদের অনলাইন ই-রিকুইজিশন প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা এনটিআরসিএ-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
- শূন্য পদের ভিত্তিতে অনলাইনে নিয়োগ প্রত্যাশী নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন গ্রহণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-এ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ, প্রার্থীদেরকে আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রদান।
- প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনে গৃহীত ই-আবেদন সমূহ টেলিটকের সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেধা ও চয়েসের ভিত্তিতে প্রসেস করে প্রার্থী নির্বাচন।
- নির্বাচিত প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস প্রেরণের মাধ্যমে ফলাফল অবহিতকরণ।
- নির্বাচিত প্রার্থীগণের নিয়োগ জীবন বৃত্তান্ত যাচাই এর জন্য পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ভি-আর ফরম সংগ্রহ।
- পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশনের জন্য সংগৃহীত ভি-আর ফরম সংগ্রহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ।
- পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশনের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ সুপারিশ প্রদান।
- নিয়োগ সুপারিশের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে এস এম এস এর মাধ্যমে অবহিতকরণ।
- নিয়োগ সুপারিশপত্র এনটিআরসিএ এর ওয়েবসাইটে আপলোড করণ।
- প্রার্থী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কর্তৃক তাদের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোডকরণ।
- সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
- প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ কর্তৃক প্রার্থীদের যোগদান সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে এনটিআরসিএ-কে অবহিতকরণ।
- এনটিআরসিএ এর নিয়োগ সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদান।

১.৪. সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে এনটিআরসিএ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি ১ম থেকে ১৭তম শিরোনামে ১৭টি ও একটি বিশেষসহ মোট ১৮টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। সর্বশেষ সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত পরীক্ষা গত ০৫ ও ০৬ মে, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ১,০৪,৮২৫ জন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা ২৫,২৪০ জন। মৌখিক পরিক্ষা গ্রহণ শেষে চূড়ান্ত উত্তীর্ণ ২৩,৯৮৫ জন।

১.৫. অষ্টাদশ নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারী পরীক্ষা গ্রহণ :

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০২৩ এর কার্যক্রম গত ১৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রি: তারিখে সারাদেশের ০৮টি বিভাগের ২৪ টি জেলায় ১৮তম নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারী পরীক্ষার টেষ্ট গ্রহণ করা হয়। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮,৬৫,৭১৯ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১২,৮৩,৬৮৭ জন।

নিবন্ধন পরীক্ষার ধাপসমূহ

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

Optical Mark Readable Litho Code যুক্ত OMR ফরমে ১০০ নম্বরের MCQ type পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। স্ক্যানিং মেশিনে মূল্যায়ন করা হয়।

লিখিত পরীক্ষা

প্রার্থীদের আবেদনকৃত পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রধানত ঢাকা ভিত্তিক স্বনামধন্য সরকারি কলেজ সমূহের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়।

মৌখিক পরীক্ষা

২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষে মেধাভিত্তিক চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

নিবন্ধন পরীক্ষার তথ্য

- প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১০০ নম্বর (বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত ও সাধারণ জ্ঞান)।
- লিখিত পরীক্ষা (ঐচ্ছিক বিষয়)-১০০ নম্বর (জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রতি পদের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ)।
- প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাশের নম্বর শতকরা ৪০ (চল্লিশ)।

- কর্তৃপক্ষ, এলাকা, বিষয় ও পদ-ভিত্তিক নিরূপিত শিক্ষকের শূন্য পদের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ করবে।
- লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বিষয়-ভিত্তিক মেধাক্রম অনুসারে ফলাফলের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।
- কোন প্রার্থী লিখিত এবং মৌখিক-উভয় ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে অন্যূন শতকরা ৪০ (চল্লিশ) নম্বর না পেলে তিনি কোন মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য যোগ্য হবেন না।
- দেশের ২৪টি জেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- ৮টি বিভাগীয় শহরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- NTRCA কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- জেলা প্রশাসক পরীক্ষা কমিটির সভাপতি।
- জেলা শিক্ষা অফিসার পরীক্ষা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১ম থেকে ১৬শ' শিরোনামে ১৬টি ও একটি বিশেষসহ মোট ১৭টি নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১৮তম পরীক্ষা চলমান আছে।
- এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে মোট ৬,৫২,৬৭৭ জন প্রার্থীকে নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বারকোড সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান।
- নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র মেয়াদ:
  - প্রথমে ছিল ৫ বছর, পরবর্তীতে মেয়াদ তুলে দেয়া হয়।
  - পুনরায় মেয়াদ ৩ বছর করা হয়।
- সর্বশেষ এমপিও নীতিমালা – শিক্ষক পদে নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।

নিবন্ধন পরীক্ষার ক্রমবিকাশ

- ১ম পরীক্ষা ২০০৫- ৫ম পরীক্ষা ২০০৯ পর্যন্ত ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা ও ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান।
- ৬ষ্ঠ পরীক্ষা ২০১০ থেকে একাদশ পরীক্ষা ২০১৪ পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়ে MCQ চালু এবং আবশ্যিক বিষয় ১ঘণ্টা ও ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩ ঘণ্টা মোট ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা।

- দ্বাদশ পরীক্ষা ২০১৫ থেকে ১ম ধাপে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
- ত্রয়োদশ ২০১৬ থেকে উপর্যুক্ত ২ ধাপের সাথে মৌখিক পরীক্ষা সংযুক্ত হয়েছে।

<u>পরীক্ষার পদ্ধতি ৩ স্তর- পরীক্ষার বিষয়, প্রশ্নের ভাষা, পূর্ণমান, মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের গঠন</u>

❖ **পরীক্ষার পদ্ধতি ৩ স্তর:**

১ম স্তরে- MCQ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়;

২য় স্তরে- MCQ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়; এবং

৩য় স্তরে- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

❖ **পরীক্ষার বিষয়:**

আবশ্যিক বিষয় (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, গণিত-২৫ ও সাধারণ জ্ঞান-২৫) এবং সংশ্লিষ্ট ঐচ্ছিক বিষয়ের উপর লিখিত পরীক্ষা।

❖ **প্রশ্নের মাধ্যম:**

বাংলা।

❖ **উত্তর প্রদানের মাধ্যম:**

বাংলা অথবা ইংরেজী।

❖ **পূর্ণমান:**

আবশ্যিক বিষয়ে MCQ (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, গণিত-২৫ ও সাধারণ জ্ঞান-২৫) পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বর, ঐচ্ছিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর।

❖ **মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের গঠন:**

প্রতিটি বোর্ডে ১ জন সভাপতি, ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং ১ জন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ।

সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর ফলাফল সংক্রান্ত:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক পরিচালিত সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর বিজ্ঞপ্তি বিগত ২৩ জানুয়ারি, ২০২০ সালে প্রকাশিত হয় এবং সম্পূরক বিজ্ঞপ্তি ০২ মার্চ, ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় স্কুল-২, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মোট ১১,৯৩,৯৭৮ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেন। ৩০ এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৬,০৮,৪৯২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে স্কুল-২ পর্যায়ের পরীক্ষার্থী ৯০,১৯১ জন, স্কুল পর্যায়ের পরীক্ষার্থী ৩,০২,৪২২ জন এবং কলেজ পর্যায়ে পরীক্ষার্থী ২,১৫,৮৭৯ জন। উক্ত প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ প্রকাশিত হয়। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা স্কুল-২ পর্যায়ে ১৫,৩৭৯ জন, স্কুল পর্যায়ে ৬২,৮৬৪ জন এবং কলেজ পর্যায়ে ৭৩,১৯৩ জনসহ সর্বমোট ১,৫১,৪৩৬ জন। অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সার্বিক পাশের হার ২৪.৮৯%।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ স্কুল-২ ও স্কুল পর্যায়ের ঐচ্ছিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ০৫ মে, ২০২৩ এবং কলেজ পর্যায়ের ঐচ্ছিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা ০৬ মে, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত লিখিত পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বমোট ১,৫১,৪৩৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১,০৪,৮২৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে স্কুল-২ পর্যায়ে ২,১০১ জন, স্কুল সমপর্যায়ের ১৯,০৯৫ জন এবং কলেজ ও সমপর্যায়ের ৫,০৪৬ জনসহ সর্বমোট ২৬,২৪২ জন পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল গত ৩০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখ প্রকাশ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২৬,২৪২ জন প্রার্থীর মধ্যে মৌখিক পরীক্ষায় ২৫,২৪০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে ২৩,৯৮৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীর ফলাফল গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ প্রকাশ করা হয়।

এনটিআরসিএ কর্তৃক গৃহীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহের ফলাফল সংক্রান্ত:

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণ কারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়	ফলাফল প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ
১ম পরীক্ষা নভেম্বর, ২০০৫	৬	২৩	৭৬১৮৫	৫৯০০০	৭৭.৪৪%	৩৩৭৮৮	৫৭.২৭%	শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে	২৬/০১/২০০৬	২১/০৯/২০০৫
২য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৬	৬	১১২	১৩১৭৫৯	৯৯৮০৭	৭৫.৭৫%	২২৩৮১	২২.৪২%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা	১৪/১২/২০০৬	১০/০৭/২০০৬
৩য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৭	২৪	১১৯	১১৩৯৭৫	৮৩৮৯৯	৭৩.৬১%	১৬০২০	১৯.০৯%	জেলা শিক্ষা অফিস	২৬/১২/২০০৭	১৯/০৭/২০০৭
৪র্থ পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৮	২০	৭৮	১২৭০৭৪	৯৬০২৭	৭৫.৫৭%	৩১০৯৩	৩২.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস	২৪/০২/২০০৯	১২/০৮/২০০৮
৫ম পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৯	২০	৭১	১৪১০৮২	১০২৩৪৮	৭২.৫৫%	৩৯২২৫	৩৮.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস	১৮/০২/২০১০	১২/০৮/২০০৯
৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	২০	৭৮	২৮৩৩১৪	২২০৫১৭	৭৭.৮৩%	৪২৬৪১	১৯.৩৪%	জেলা শিক্ষা অফিস	০২/০৩/২০১১	০৯/০৯/২০১০
বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	৭	৪	৭৭৬৪	৬৯৩৬	৮৯.৩৪%	১৩৯৫	২০.১১%	এনটিআরসিএ কার্যালয়, ঢাকা	১২/০৮/২০১০	১১/০৫/২০১০
৭ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১১	২০	৮০	৩২১৩০১	২৫৯১১৪	৮০.৬৫%	৫৭২০৩	২২.০৮%	জেলা শিক্ষা অফিস	০৪/০৩/২০১২	১৪/০৭/২০১১
৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১২	২০	৮০	৩১৩১৪৫	২৪৮০০১	৭৯.২০%	৫৬০৪৬	২২.৬০%	জেলা শিক্ষা অফিস	২৬/১১/২০১২	২৩/০৪/২০১২
৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৩	২০	৮০	৩১৪৮৮৭	২৪২৪৫১	৭৭.০০%	৭৫৮৯৮	৩১.৩০%	জেলা শিক্ষা অফিস	২০/১১/২০১৩	০৩/০৪/২০১৩
১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮০	৪৪১৯৭৯	৩৫৬৯৬২	৮০.৭৬%	১১৩২৯৭	৩১.৭৪%	জেলা শিক্ষা অফিস	২১/০৮/২০১৪	১১/০২/২০১৪
১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮২	৪৪১০৭৭	৩৫৭৪৭২	৮১.০৫%	৫১৪০৫	১৪.৩৮%	জেলা শিক্ষা অফিস	০৯/০৩/২০১৫	২৬/০৮/২০১৪
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৫ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৫৩২৫২২	৪৮০৬৭০	৯০.২৬%	৭৫৯৮৯	১৫.৮১%	প্রযোজ্য নয়		
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫ (লিখিত)	৭	৮২	৬৯৪৮৫	৬০৮২৯	৮৭.৫৪%	৪৭০৩৯	৭৭.৩৩%	জেলা শিক্ষা অফিস	০৯/১১/২০১৫	১৬/০৪/২০১৫
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৬০২০৩৩	৫২৭৭৫৭	৮৭.৬৬%	১৪৭২৬২	২৭.৯০%	প্রযোজ্য নয়		
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (লিখিত)	৮	৭৭	১৪৭২৬২	১২৭৬৬৪	৮৬.৬%	১৮৯৭৩	১৪.৮৬%	প্রযোজ্য নয়		
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (মৌখিক)	-	৭৭	১৮৯৭৩	১৮০০৯	৯৪.৯২%	১৭২৫৪	৯৫.৮১%	জেলা শিক্ষা অফিস	০৮/০৬/২০১৭	১৪/০২/২০১৬
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৯২৩৫৫৪	৮০৬৬৫০	৮৭.৩৪%	২০৯৮৭৫	২৬.০২%	প্রযোজ্য নয়		

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণ কারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার	সনদ বিতরণ কার্যালয়	ফলাফল প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (লিখিত)	৮	৮১	২০৯৮৭৫	১৬৬৩২১	৭৯.২৫%	১৯৮৬৩	১১.৯৪%	প্রযোজ্য নয়		
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (মৌখিক)	-	৮১	১৯৮৬৩	১৮৭০৯	৯৪.১৯%	১৮৩১২	৯৭.৮৮%	জেলা শিক্ষা অফিস	২৭/১১/২০১৮	৩০/০৫/২০১৭
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	৮৭৬০৩৩	৭৪০৪১৬	৮৪.৫২%	১৫২০০০	২০.৫৩%	প্রযোজ্য নয়		
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (লিখিত)	৮	৮২	১৫২০০০	১২১৬৬০	৮০.০৪%	১৩৩৪৫	১০.৯৭%	প্রযোজ্য নয়		
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (মৌখিক)	-	৮২	১৩৩৪৫	১২৯০১	৯৬.৬৭%	১১১৩০	৮৬.২৭%	জেলা শিক্ষা অফিস	১৫/০১/২০২০	২৮/১১/২০১৮
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	১১৭৬১৯৬	৯৫৯৭২৭	৮১.৬০%	২২৮৭০০	২৩.৮৩%	প্রযোজ্য নয়		
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (লিখিত)	৮	১০৩	২২৮৭০০	১৫৪৬৬৫	৬৭.৬%	২২৩৯৮	১৪.৪৮%	প্রযোজ্য নয়		
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (মৌখিক)	-	১০৩	২২৩৯৮	২০১৩১	৮৯.৮৮%	১৮৫৫০	৯২.১৫%	জেলা শিক্ষা অফিস	১৭/১০/২০২১	২৩/০৫/২০১৯
১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	১১৯৩৯৭৮	৬০৮৪৯২	৫০.৯৬%	১৫১৪৩৬	২৪.৮৯%	প্রযোজ্য নয়	২২/০২/২০২৩	২৩-০১-২০২০ এবং ০২-০৩-২০২২ (সম্পূরক)
১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ (লিখিত)	৮	১০৪	১৫১৪৩৬	১০৪৮২৫	৬৯.২২%	২৬২৪২	২৫.০৩%	প্রযোজ্য নয়		
১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ (মৌখিক)	-	১০৪	২৬২৪২	২৫২৪০	৯৬.১৮%	২৩৯৮৫	৯৫.০৩%	জেলা শিক্ষা অফিস	২৮/১২/২০২৩	
১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩ (প্রিলিমিনারি)	২৪		১৮৬৫৭১৯							০২/১১/২৩

১ম থেকে ১৭তম পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংখ্যা= ৬৭৬,৬৬২ জন

১ম থেকে ১৭তম পরীক্ষায় মোট আবেদনকারীদের সংখ্যা= **৯৮৮৩৫৭৭** জন

অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২৩ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাবলি:

স্কুল-২ ও স্কুল পর্যায়

তারিখ: ১৫ মার্চ, ২০২৪

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	মোট প্রার্থী	উপস্থিত	অনুপস্থিত	বহিঃস্কার	উপস্থিতি (%)	অনুপস্থিতি (%)
১	বরিশাল	৫৮০৯০		৫৮০৯০		০.০০	১০০.০০
২	বগুড়া	৬৮৭৩১	৫০৩৮৬	১৮৩৪৫		৭৩.৩১	২৬.৬৯
৩	চট্টগ্রাম	৭০৭২৭	৪৭২৪৮	২৩৪৭৯		৬৬.৮০	৩৩.২০
৪	কুমিল্লা	৩৮০৭৪	২৬৩৮৫	১১৬৮৯	১	৬৯.৩০	৩০.৭০
৫	ঢাকা	২০২৮৫৩	১৩০৫৫২	৭২৩০১		৬৪.৩৬	৩৫.৬৪
৬	দিনাজপুর	৭৩৪১৩	৫৩৩৯৫	২০০১৮		৭২.৭৩	২৭.২৭
৭	ফরিদপুর	২৩৯৭১	১৭২১৪	৬৭৫৭		৭১.৮১	২৮.১৯
৮	গাইবান্ধা	২৭৩৩৯	২০৫৮৬	৬৭৫৩		৭৫.৩০	২৪.৭০
৯	গাজীপুর	৩৩৪০৬	২৩২৮৬	১০১২০		৬৯.৭১	৩০.২৯
১০	জামালপুর	৪০০৮৫	২৮৩০৭	১১৭৭৮		৭০.৬২	২৯.৩৮
১১	যশোর	৫২৫৫৯	৩৭৪৯১	১৫০৬৮		৭১.৩৩	২৮.৬৭
১২	খুলনা	৭৩৪০৬	৫২৭৩২	২০৬৭৪		৭১.৮৪	২৮.১৬
১৩	কুষ্টিয়া	৩০৯৬৮	২২১৮০	৮৭৮৮		৭১.৬২	২৮.৩৮
১৪	ময়মনসিংহ	৯৯৩৮৭	৬৬০৫৬	৩৩৩৩১		৬৬.৪৬	৩৩.৫৪
১৫	নওগাঁ	২৩২৩৯	১৬৯৯০	৬২৪৯		৭৩.১১	২৬.৮৯
১৬	নারায়ণগঞ্জ	১৩১৬৮	৯২৯৯	৩৮৬৯		৭০.৬২	২৯.৩৮
১৭	নোয়াখালী	২৭২১৬	১৮৯৩০	৮২৮৬		৬৯.৫৫	৩০.৪৫
১৮	পাবনা	৩০৮৪৩	২২০১৪	৮৮২৯	১	৭১.৩৭	২৮.৬৩
১৯	পটুয়াখালী	২৪৫২৮	১৫৮১১	৮৭১৭		৬৪.৪৬	৩৫.৫৪
২০	রাজশাহী	৭৫২৮৬	৫৪৭১১	২০৫৭৫		৭২.৬৭	২৭.৩৩
২১	রাঙামাটি	৫৬১২	৩৮৭৯	১৭৩৩		৬৯.১২	৩০.৮৮
২২	রংপুর	১২৩৭০১	৮৪৬৮৯	৩৯০১২		৬৮.৪৬	৩১.৫৪
২৩	সিলেট	৩৫৯৮২	২১৮৯৪	১৪০৮৮		৬০.৮৫	৩৯.১৫
২৪	টাঙ্গাইল	২৮২৮৬	২০৩১৫	৭৯৭১		৭১.৮২	২৮.১৮
মোট		**১২৮০৮৭০**	**৮৪৪৩৫০**	**৪৩৬৫২০**	**২**	**৬৬.৯৭**	**৩৩.০৩**

কলেজ পর্যায়

তারিখ: ১৫ মার্চ, ২০২৪

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	মোট প্রার্থী	উপস্থিত	অনুপস্থিত	বহিঃষ্কার	উপস্থিতি (%)	অনুপস্থিতি (%)
১	বরিশাল	২৫১৫৫		২৫১৫৫		০.০০	১০০.০০
২	বগুড়া	২৮৯২৬	২৩৭৫০	৫১৭৬		৮২.১১	১৭.৮৯
৩	চট্টগ্রাম	৩৩৩৬৪	২৫৬৩০	৭৭৩৪		৭৬.৮২	২৩.১৮
৪	কুমিল্লা	১৭৩৯৬	১৩৭৮৮	৩৬০৮		৭৯.২৬	২০.৭৪
৫	ঢাকা	১২৬৬২২	৯৩৪৫১	৩৩১৭১		৭৩.৮০	২৬.২০
৬	দিনাজপুর	২৯২৪৪	২৪০৪৯	৫১৯৫		৮২.২৪	১৭.৭৬
৭	ফরিদপুর	১১২৮৫	৯০৯৬	২১৮৯		৮০.৬০	১৯.৪০
৮	গাইবান্ধা	৯০৬৩	৭৬০৩	১৪৬০		৮৩.৮৯	১৬.১১
৯	গাজীপুর	১১৬৫২	৯২১৯	২৪৩৩		৭৯.১২	২০.৮৮
১০	জামালপুর	১২৯৯০	১০৫৬৪	২৪২৬		৮১.৩২	১৮.৬৮
১১	যশোর	২৫০৩৯	২০১৩১	৪৯০৮		৮০.৪০	১৯.৬০
১২	খুলনা	৩৪৭৬৯	২৮৩৮১	৬৩৮৮		৮১.৬৩	১৮.৩৭
১৩	কুষ্টিয়া	১৪৯৯০	১১৯৯৫	২৯৯৫		৮০.০২	১৯.৯৮
১৪	ময়মনসিংহ	৩৮৯৯৭	৩০৯৪৭	৮০৫০		৭৯.৩৬	২০.৬৪
১৫	নওগাঁ	৮৩৮৮	৬৮৭৯	১৫০৯		৮২.০১	১৭.৯৯
১৬	নারায়ণগঞ্জ	৬২৭৫	৪৯৮৮	১২৮৭		৭৯.৪৯	২০.৫১
১৭	নোয়াখালী	১০২০৩	৮১৬০	২০৪৩		৭৯.৯৮	২০.০২
১৮	পাবনা	১৩৪১০	১০৬৮৪	২৭২৬		৭৯.৬৭	২০.৩৩
১৯	পটুয়াখালী	৮০৮৪	৬১১৫	১৯৬৯		৭৫.৬৪	২৪.৩৬
২০	রাজশাহী	৩৯৬৬৬	৩১৯১৪	৭৭৫২		৮০.৪৬	১৯.৫৪
২১	রাঙামাটি	২২১৪	১৬৫৭	৫৫৭		৭৪.৮৪	২৫.১৬
২২	রংপুর	৫০৪২৭	৩৯৭৮৭	১০৬৪০		৭৮.৯০	২১.১০
২৩	সিলেট	১৪৬৪৩	১০৮০৪	৩৮৩৯		৭৩.৭৮	২৬.২২
২৪	টাঙ্গাইল	১২০৪৭	৯৭৪৫	২৩০২		৮০.৮৯	১৯.১১
মোট		**৫৮৪৮৪৯**	**৪৩৯৩৩৭**	**১৪৫৫১২**	**০**	**৭৬.০৯**	**২৩.৯১**

পর্যায়	মোট প্রার্থী	উপস্থিত	অনুপস্থিত	বহিঃষ্কার	উপস্থিতি (%)	অনুপস্থিতি (%)
স্কুল-২, স্কুল ও কলেজ =	১৮৬৫৭১৯	১২৮৩৬৮৭	৫৮২০৩২	২	৬৮.৮০	৩১.২০

১.৫. সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যক্রম:

পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য প্রণীত সিলেবাসসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার স্কুল, স্কুল-২ ও কলেজ পর্যায়ে ২০২৩ সালে নিম্নবর্ণিত ১৯টি ট্রেড/বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে:-

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়/ট্রেড	কর্মশালার তারিখ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	মন্তব্য
১.	প্রভাষক (ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস)	ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস	অবহিতকরণ কর্মশালা- **২১/০৩/২০২৩** সিলেবাস চূড়ান্তকরণ কর্মশালা- **০৫/০৪/২০২৩**	**১৪/০১/২০২৪**	--
২.	প্রভাষক (কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সিস্টেমস)	কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সিস্টেমস			
৩.	প্রভাষক (ফাইন্যান্সিয়াল প্রাকটিসেস)	ফাইন্যান্সিয়াল প্রাকটিসেস			
৪.	প্রভাষক (ই-বিজনেস)	ই-বিজনেস			
৫.	প্রভাষক (পরিসংখ্যান)	পরিসংখ্যান			
৬.	প্রভাষক (আরবি-কলেজ)	আরবি-কলেজ			
৭.	প্রভাষক (আরবি-মাদ্রাসা)	আরবি-মাদ্রাসা			
৮.	প্রভাষক (ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান)	ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান	অবহিতকরণ কর্মশালা- **০৬/০৬/২০২৩** সিলেবাস চূড়ান্তকরণ কর্মশালা- **১২/০৬/২০২৩**	**১৪/০১/২০২৪**	--
৯.	প্রভাষক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	মৃত্তিকা বিজ্ঞান			
১০.	প্রভাষক (কৃষি)	কৃষি			
১১.	সহকারী মৌলভী (আরবি)	আরবি			
১২.	ট্রেড ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল ইলেকট্রনিক্স)	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স			
১৩	ট্রেড ইন্সট্রাক্টর (জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস/ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস)	জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস/ইলেকট্রি ক্যাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কস			
১৪.	প্রভাষক (ফিন্যান্স, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স)	ফিন্যান্স, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স	অবহিতকরণ কর্মশালা-	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	গত **১৩/০৩/২**

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়/ট্রেড	কর্মশালার তারিখ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	মন্তব্য
১৫.	প্রভাষক (উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন)	উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বিপণন এবং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস	**৩১/০৮/২০২৩** সিলেবাস চূড়ান্তকরণ কর্মশালা- **১৪/০৯/২০২৩**	বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ এখনো অনুমোদন হয়নি।	**০২৪** তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬	সহকারী শিক্ষক (ভৌত বিজ্ঞান)	ভৌত বিজ্ঞান			
১৭.	সহকারীশিক্ষক (জীববিজ্ঞান)	জীববিজ্ঞান			
১৮.	ট্রেড ইন্সট্রাক্টর (রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং)	রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং			
১৯.	ইবতেদায়ি ক্বারী	কুরআন মাজিদ, তাজবিদ ও ফিক্হ			

১.৬. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর পরীক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সম্মানি বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত :

সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগে অত্র প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় প্রায় ১২ লক্ষ প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছে। বিপুল পরিমাণ পরীক্ষার্থীর কর্মযোগ্য সম্পাদনে উপজেলা, জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতা অপরিহার্য। বর্তমান প্রচলিত বিধান অনুসারে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রদেয় সম্মানী কম অবহিত করে সম্মানি প্রাপকদের পক্ষ হতে তা বৃদ্ধি করার জন্য অনেকেই প্রস্তাব করেছেন। বর্ণিত বিষয়টি নিয়ে এনটিআরসিএ’র ৯৭তম নির্বাহী বোর্ড সভার সদস্যদের মধ্যে পরীক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সম্মানি বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে সম্মানির বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বৃদ্ধির হার নিম্নরূপে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র: নং	পারিতোষিক প্রদানযোগ্য কাজের বিবরণ	অর্থ বিভাগের ৩০.১২.২০১৯ তারিখের পত্র অনুযায়ী বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
১	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পূর্ণপত্র	৩০০০/-	৫০০০/-
২	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন আংশিক (নম্বর-২৫)	১৫০০/-	২৫০০/-
৩	প্রশ্নপত্র পরিশোধন পূর্ণপত্র	৩০০০/-	৫০০০/-
৪	প্রশ্নপত্র পরিশোধন আংশিক (নম্বর-২৫)	১৫০০/-	২৫০০/-
৫	উত্তরপত্র মূল্যায়ন পূর্ণপত্র (প্রতিটি)	৭৫/-	১২০/-
৬	উত্তরপত্রের সংখ্যা ৮টির কম হলে সর্বনিম্ন	-	১০০০/-
৭	প্রধান পরীক্ষক	১২/-	২০/-
৮	নিরীক্ষক	৬/-	১০/-
৯	প্রতি সনদপত্র স্বাক্ষরের জন্য জনপ্রতি	২/-	৩/-
১০	সনদপত্র বিতরণের জন্য সম্মানী (সনদপ্রতি)	৩/-	৫/-
১১	পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ভেন্যু ফি (প্রিলিমিনারি)	৫০/- (প্রার্থী প্রতি)	৬০/- (প্রার্থী)
১২	পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ভেন্যু ফি (লিখিত পরীক্ষার	৫০/- (প্রার্থী প্রতি)	৬০/- (প্রার্থী)
১৩	নির্বাহী বোর্ড সদস্যদের সম্মানী	৩০০০/-	৫০০০/-
১৪	মৌখিক পরীক্ষা বোর্ড সদস্যদের সম্মানী	৩০০০/-	৫০০০/-
১৫	মৌখিক পরীক্ষা বোর্ড সহায়ক কর্মচারীর	৫০০/-	৭০০/-

উক্ত নির্বাহী বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১.৭. জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ২০২৩ সালে সিস্টেম এনালিস্ট পদে ০১ (এক) জন, হিসাবরক্ষক পদে ০১ (এক) জন, স্টোর কীপার ০১ (এক) জন এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০১ (এক) জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এছাড়া এনটিআরসিএ-এর ৩য় শ্রেণির কম্পিউটার অপারেটর হতে ০১ (এক) জন কর্মচারীকে সহকারী প্রোগ্রামার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিকনং	পদেরনাম	সংখ্যা	প্রক্রিয়া	কার্যক্রম
১	সিস্টেম এনালিস্ট	০১	সরাসরি নিয়োগ	চূড়ান্ত
২	হিসাবরক্ষক	০১	সরাসরি নিয়োগ	চূড়ান্ত
৩	স্টোর কীপার	০১	সরাসরি নিয়োগ	চূড়ান্ত
৪	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১	সরাসরি নিয়োগ	চূড়ান্ত
৫	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	পদোন্নতি	চূড়ান্ত

১.৮ শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান, সংশোধন ও দ্বি-নকল প্রদান এবং প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের সংখ্যা:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) এর বিধি ১০ মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর ব্যবস্থাপনায় গৃহীত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়েমোট ৬,৫২,৬৭৭জন প্রার্থীকে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কিউআরকোড সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। সরবরাহকৃত প্রত্যয়ন পত্র বিষয়ে ২০২৩ সালে নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করা হয়:

প্রত্যয়নপত্র সংশোধন

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আবেদনের সময় প্রার্থী যে সকল তথ্য প্রদান করেন তার ভিত্তিতেই তাঁদেরকে প্রত্যয়নপত্র/শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। প্রত্যয়নপত্রে কোন তথ্যগত ভুল থাকলে প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রমাণাদি যাচাই অন্তে কোন প্রকার ফি গ্রহণ ব্যতিরেকে নিবন্ধনধারীদের সংশোধিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। ২০২৩ পঞ্জিকা বর্ষে সর্বমোট ৭৬০টি নিবন্ধনধারীকে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে সংশোধিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে।

ডুপ্লিকেট/দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্র

কোন নিবন্ধনধারী প্রার্থীর প্রত্যয়নপত্র হারিয়ে গেলে বা পুড়ে গেলে বা অন্যকোন ভাবে বিনষ্ট হলে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) এর বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৪) মোতাবেক প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রমাণাদি যাচাই অন্তে নির্ধারিত ফি’র

বিনিময়ে ডুপ্লিকেট/দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। ২০২৩ পঞ্জিকা বৎসরে সর্বমোট ২২৯ জন নিবন্ধনধারীকে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে ডুপ্লিকেট/দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে।

নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই

শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রের সঠিকতার বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অথবা যাচাইকারি প্রতিষ্ঠান প্রধানের আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনটিআরসিএ কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার ফি গ্রহণ ব্যাতিরেকে শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই করে যাচাই প্রতিবেদন এনটিআরসিএ কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে যাচাই প্রতিবেদন প্রদান করেন। ২০২৩ পঞ্জিকা বৎসরে সর্বমোট ৩২৬৩ টি নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই অন্তে নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

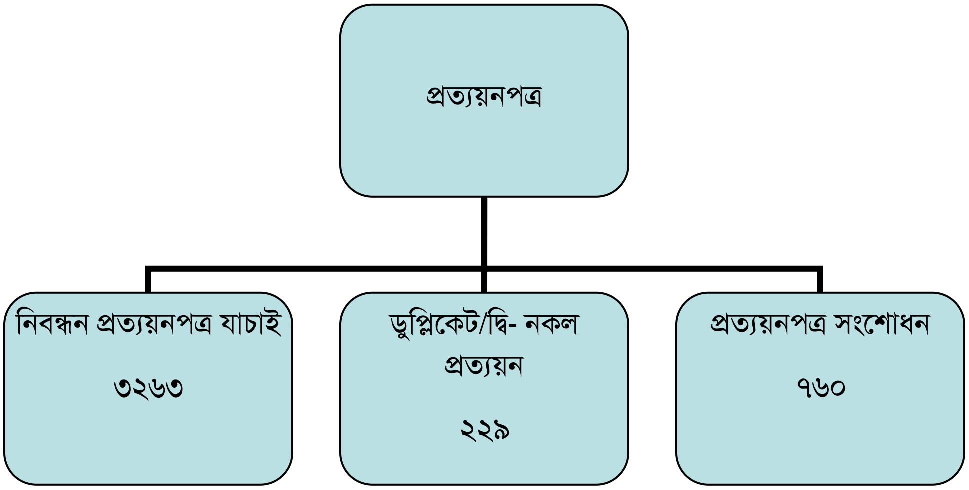

১.৯. এনটিআরসিএ-র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-এর বিরুদ্ধে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬৬০ টি মামলা সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করা হয়। এর মধ্যে ৩১৩ টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩৩৭ টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। এনটিআরসিএ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সলিসিটর উইং, এ্যাটর্নী জেনারেল অফিসের মাধ্যমে এবং প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত প্যানেল আইনজীবীর সাহায্যে দায়েরকৃত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকে। এনটিআরসিএ-এর বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলার কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য নিম্নরুপ:

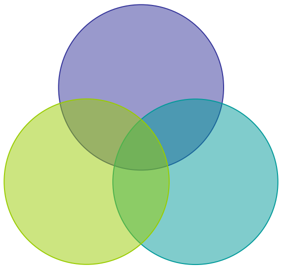

১.১০ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ সংশোধনের খসড়া প্রেরণ:

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি,এম.পি.মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ এপ্রিল ২০২২ এবং ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ-কে আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করার জন্য এন.টি.আর.সি.এ. আইন, বিধিমালাসমূহ এবং পরিপত্র যাচাই করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর সংশোধনী প্রণয়ন করে এন.টি.আর.সি.এ. এর নির্বাহী বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। এন.টি.আর.সি.এ. এর নির্বাহী বোর্ডের ৯১তম বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনের খসড়া অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্ণিত অবস্থায়, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর সংশোধনের নিমিত্ত সংশোধনের খসড়া বিল, সংশোধিত আইনের খসড়া, মূল আইনের কপি এবং মূল আইনের সাথে প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনের তুলনামূলক বিবরণী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.১১. বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২ প্রণয়ন ও প্রকাশ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর ধারা ১৭ অনুসারে প্রতি বৎসর ৩০ মার্চ বা তার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে সম্পাদিত কাজের রিপোর্ট প্রস্তত করার ও সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের আলোকে এনটিআরসিএ-র ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বীয় কার্যাবলীর প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. মহোদয়ের নিকট প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি হস্তান্তর করা হয়েছে।

১.১২. মাঠ পর্যায়ে গণশুনানী/কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে এনটিআরসিএ’র চলমান নিয়োগ সুপারিশ এবং শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ, আবেদন ও নিবেদন সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং নাগরিক সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী স্টেক হোল্ডারগণের সাথে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অবহিতকরণ কর্মশালা

সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা বিষয়ক সভা।

সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়ে অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা বিষয়ক সভায় উপস্থিত অংশ গ্রহণকারীদের একাংশের স্থিরচিত্র।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী **মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.** মহোদয়ের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী **মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.** মহোদয়ের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

১.১৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন:

সরকার প্রবর্তিত নির্ধারিত কর্ম ঘন্টা অনুসরণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাগত উৎকর্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং সৃজনশীলতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য অতিথি প্রশিক্ষক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষকের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কোয়ার্টার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ শাখায় মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া এনটিআরসিএ দপ্তরের সম্পাদিত প্রশিক্ষণ সমূহের নাম, প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণী এবং লার্নিং পয়েন্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক বছরওয়ারী প্রকাশনা প্রস্তুতপূর্বক এনটিআরসিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১.১৪. চতুর্থ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তি-২০২৩ প্রকাশ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক গত ২১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে প্রকাশিত ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ১২ মার্চ, ২০২৩ তারিখে ৩২,৪৮০ জন প্রার্থীকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের শূন্য পদে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে অনলাইনে ভি-রোল ফরম জমাদানের নির্দেশ দেয়ার প্রেক্ষিতে ২৮,৮৭৩ জন প্রার্থী ভি-রোল ফরম দাখিল করেন। ৩,৬০৭ জন প্রার্থী ভি-রোল ফরম দাখিল করেননি। ভি-রোল ফরম জমাদানকারী প্রার্থীদের মধ্যে জাল নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র, কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা, নির্ধারিত বয়স অতিক্রম, নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত পদের পরিবর্তে ভুল পদে আবেদন, ভি-রোল ফরমে অসম্পূর্ণ বা ভুল রোল/ব্যাচ উল্লেখ থাকায় এবং মামলার স্থগিতাদেশের কারণে মোট ১,৭৯৯ জন প্রার্থী বাদে অবশিষ্ট ২৭,০৭৪ (সাতাশ হাজার চুয়াত্তর) জন প্রার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.১০১.১৯.২১ (অংশ)-২০২ সংখ্যক স্মারকের নির্দেশনার আলোকে পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। নিয়োগ সুপারিশের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে এসএমএস যোগে অবহিত করা হয়েছে। সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীকে এনটিআরসিএ-এর ওয়েবসাইটের www.ntrca.gov.bd ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তি নামক সেবা বক্সে অথবা সরাসরি http://ngi.teletalk.com.bd লিংকে প্রবেশ করে স্ব স্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোড করে সুপারিশপত্রে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে এবং উল্লিখিত তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য বলা হয়েছে। পুলিশ/নিরাপত্তা ভেরিফিকেশন প্রতিবেদনে নিয়োগ সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী অনুপযুক্ত বিবেচিত হলে এ সুপারিশপত্র তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীকে অব্যাহতি প্রদান করবে।

১.১৬. এনটিআরসিএ'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সরকারি অফিসসমূহে সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে এনটিআরসিএ-র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) গত ২৬.০৬.২০২৩ তারিখে স্বাক্ষর করা হয়।

উক্ত চুক্তি অনুযায়ী এনটিআরসিএ-এর সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)সহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে তথ্য প্রেরণ, তথ্য হালনাগাদকরণ, সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ২৩টি দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়ন ফলাফল ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে প্রকাশ করা হয়। উক্ত ফলাফলে এনটিআরসিএ ১০ম স্থানে রয়েছে।

এনটিআরসিএ এর এপিএ টিম

১	সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ	টিম লিডার
২	সচিব, এনটিআরসিএ	-সদস্য
৩	পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ	-সদস্য
৪	পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ	-সদস্য
৫	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ	-সদস্য
৬	উপপরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ	-সদস্য
৭	উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ	-সদস্য
৮	সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১), এনটিআরসিএ	-সদস্য
৯	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), এনটিআরসিএ	-সদস্য
১০	সহকারী পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান-২), এনটিআরসিএ	-সদস্য
১১	সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (ক্রয় ও সেবা), এনটিআরসিএ	-সদস্য
১২	সহকারী পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), এনটিআরসিএ	-সদস্য
১৩	সহকারী পরিচালক, প্রশাসন (আইন), এনটিআরসিএ	-সদস্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২৩-জুন ৩০, ২০২৪

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ :

২০০৫ সালে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালনা করে আসছে। বিগত ০৩ বছর ০১টি পরীক্ষার মাধ্যমে ১৮৫৫০ জন শিক্ষক পরীক্ষার্থী নিবন্ধিত হয়েছে। ১ জুলাই ২০২০ সাল থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৩৯৩৯৩টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এমপিও না হওয়া এবং যোগদান করতে না পারা ২৬৮ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় সুপারিশ করা হয়। এছাড়া ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশকরণের লক্ষ্যে ১২.০৩.২০২৩ তারিখে ৩২৪৩৮ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ডিজিটাল কর্মব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়নের পদক্ষেপ হিসেবে ইলেকট্রনিক হাজিরা প্রথা, ই-টেন্ডারিং এবং বেতন ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে EFT চালু করা হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য গণশুনানি, Website এর মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ, Feedback প্রদান এবং মতামত গ্রহণের প্রথা চালু করা হয়। এনটিআরসিএ'র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৩০২টি মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক জনবল নিয়ে প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষাধিক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার্থীর একটি প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটি Website এবং অনলাইন-এর মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ প্রথা চালু করার পর সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি বরাদ্দ ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

এনটিআরসিএ কর্তৃক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত শূন্য পদের চাহিদার মধ্যে ভুল থাকার কারণে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশকরণে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নেই। এ সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এনটিআরসিএ ১০০% স্বচ্ছতার সাথে নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ এবং নিয়োগ সুপারিশের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া এক শ্রেণীর সুবিধাবাদি লোক এনটিআরসিএ'র

নিয়োগ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করার প্রয়াসে হাইকোর্টে রিট মামলা করছে। মামলার কারণে এনটিআরসিএ'র স্বাভাবিক কার্যক্রম পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

এনটিআরসিএ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে মনসম্মত দক্ষ শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু, এনটিআরসিএ'র বিদ্যমান আইন সংশোধন, এনটিআরসিএ'র পরীক্ষার বিধি সংশোধন, নিয়োগের সুপারিশকরণ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশিদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য সেমিনারের আয়োজন করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রার্থীর নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ;
- প্রার্থীদের প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও সনদপত্র প্রদান;
- শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অধিযাচন গ্রহণ ও প্রকাশ;
- নিয়োগের জন্য নিবন্ধন সনদধারী আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন গ্রহণ, যাচাই বাছাইকরণ, মেধা তালিকা প্রণয়ন ও নিয়োগের সুপারিশ করা;
- Database সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ, শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থাকরণ, সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই'তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং স্থায়ী অফিস স্থাপন।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন-১

দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক শিক্ষক বাছাই নিশ্চিতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

দেশব্যাপী স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্য পদের বিপরীতে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ কওে নিবন্ধন সনদধারী প্রার্থীদের মধ্য হতে এন্ট্রি লেভেলে মেধারভিত্তিক কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সেরা প্রার্থীকে শূন্য পদের বিপরীতে নির্বাচন করে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক দ্বারা দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. শিক্ষক নিবন্ধনা পরীক্ষা স্বচ্ছ, মানসম্মত ও সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্তকরণ।

২. দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

৩. প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-চাহিদা নিরূপণ;

২. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষামান নির্ধারণ;

৩. শিক্ষক হতে আগ্রহী প্রার্থীগণের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠান;

৪. উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একটি মেধাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং তাদের নিবন্ধনপূর্বক সনদ প্রদান;

৫. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষকের শূন্য পদে পূরণের জন্য প্রার্থী বাছাইকরণ ও নিয়োগের সুপারিশকরণ;

৬. এনটিআরসিএ-তে কর্মরত সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি;

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি;

৮. সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটালাইজেশন

সেকশন-২

বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২৩	প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপন ২০২৩-২৪	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের হার বৃদ্ধি	শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের হার	%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন
কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি	কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার	%	১০০%	৯৫%	১০০%	১০০%	১০০%	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন
এনটিআরসিএ'র কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি করা	কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি করা	%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদন

- সাময়িক (Provisional) তথ্য

সেকশন-৩
কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বচ্ছ ও মানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষক নিবন্ধন।	২৫	[১.১] সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ	[১.১.১] সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত	সমষ্টি	দিন	৪	৯৮		১০০	১১০	১২০	১৩০	১৪০	৯৭	৯৪
		[১.২] সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ	[১.২.১] মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলসহ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত	সমষ্টি	দিন	৪	৩০		৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	২৮	২৬
		[১.৩] সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রত্যয়ন পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ এবং সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদকরণ	[১.৩.১] শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রত্যয়ন পত্র প্রস্তুত ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন	সমষ্টি	দিন	৪	৯০		৯০	১০০	১১০	১২০	১৩০	৮৫	৮০
			[১.৩.২] সম্মিলিত জাতীয় মেধা তালিকা হালনাগাদকৃত	সমষ্টি	দিন	৪	৩০		৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	২৮	২৪
		[১.৪] আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যয়ন পত্র যাচাই, সংশোধন ও ডুপ্লিকেট প্রত্যয়ন পত্র প্রদান	[১.৪.১] প্রত্যয়ন পত্র যাচাই কাজ সম্পন্ন	সমষ্টি	%	৩	৯০		৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৯৩	৯৫
			[১.৪.২] প্রত্যয়ন পত্র সংশোধিত	সমষ্টি	%	৩	৯০		৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৯৩	৯৫
			[১.৪.৩] ডুপ্লিকেট প্রত্যয়ন পত্র প্রস্তুতকৃত	সমষ্টি	%	৩	৯০		৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	৯৩	৯৫

চূড়ান্ত স্বাক্ষরের সময় পরিবর্তন করা যাবে না পৃষ্ঠা: ৮ মুদ্রণ তারিখ: মঙ্গলবার, জুন ২০, ২০২৩

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[২] দক্ষ ও মান সম্মত শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশকরণ।	২৫	[২.১] শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ সুপারিশকরণ	[২.১.১] প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৩৫০০০		২০০০০	১৮০০০	১৬০০০	১৪০০০	১২০০০	২২০০০	২৪০০০

*চূড়ান্ত দাখিলের সময় দাখিল করা হয়নি

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
		[২.২] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্ভুল চাহিদা প্রদান বিষয়ে অংশীজনদের সাথে সভা/কর্মশালার আয়োজন	[২.২.১] নির্ভুল চাহিদা প্রদানের লক্ষ্যে অংশীজনদের সাথে সভা / কর্মশালা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪		৪	৩	২	১		৫	৬
		[২.৩] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ই-রেজিস্ট্রেশন / প্রোফাইল হালনাগাদকরন	[২.৩.১] ই-রেজিস্ট্রেশন / প্রোফাইল হালনাগাদকৃত	সমষ্টি	দিন	২	৩২		৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	২৫	২০
		[২.৪] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের শূন্যপদ পুরনের লক্ষ্যে অনলাইনে চাহিদা (ই-রিকুইজিশন) সংগ্রহ	[২.৪.১] শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে অনলাইনে চাহিদা (ই-রিকুইজিশন) সংগৃহীত	সমষ্টি	দিন	৪	৩০		৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	২৫	২০
		[২.৫] শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার লিখিত অংশের সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরন	[২.৫.১] সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগনের সাথে সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৬		৬	৫	৪	৩	২	৮	১০

[illegible] পৃষ্ঠা: ১০ মুদ্রণ তারিখ: মঙ্গলবার, জুন ২০, ২০২৩

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
			[২.৫.২] সিলেবাস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ কর্মশালা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	৬		৬	৫	৪	৩	২	৮	১০
-			[২.৫.৩] প্রণীত সিলেবাস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১২		১৮	১৬	১৪	১২	১০	২০	২২
[৩] প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকরণ।	২০	[৩.১] কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৩.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	ঘন্টা	৮	৬০	৬০	৬০	৫০	৪০	৩০	২০	৬৫	৭০
		[৩.২] ইজিপি বাস্তবায়ন	[৩.২.১] ইজিপি বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	১	৫০	৬১	৬০	৫০	৪০	৩০	২০	৬৪	৭০

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
		[৩.৩] অফিসের স্টোর ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশন	[৩.৩.১] অফিসের স্টোর ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশনকৃত	তারিখ	তারিখ	২			৩১.০৩.২৪	৩০.০৪.২৪	৩১.০৫.২৪	১৫.০৬.২৪	৩০.০৬.২৪	১৫.০৩.২৫	০১.০৩.২৬
-		[৩.৪] এনটিআরসিএ এর সার্বিক কার্যক্রম অবহিতকরণের জন্য লিফলেট প্রকাশ	[৩.৪.১] লিফলেট প্রকাশিত	তারিখ	তারিখ	৪			৩১.০৮.২৩	৩১.১০.২৩	৩১.১২.২৩	১৫.০২.২৪	৩০.০৬.২৪	১৫.০৩.২৫	০১.০৩.২৬
		[৩.৫] এনটিআরসিএ এর সার্বিক কার্যক্রম স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ কর্মশালা	[৩.৫.১] কর্মশালা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৪		৪	৩	২	১	০	৬	৮
		[৩.৬] দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং এপিএ সংক্রান্ত কাজে উদ্বুদ্ধকরণসহ এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদান	[৩.৬.১] এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদান	তারিখ	তারিখ	২	২০.০৬.২২	২০.০৬.২৩	১৮.০৬.২৪	২৫.০৬.২৪	৩০.০৬.২৪			১৫.০৬.২৫	৩০.০৬.২৬

[illegible] দাখিলের সময়: দাখিল করা হয়নি

পৃষ্ঠা: ১১

মুদ্রণ তারিখ: মঙ্গলবার, জুন ২০, ২০২৩

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
		[১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য

চূড়ান্ত দাখিলের সময় দাখিল করা হয়নি

পৃষ্ঠা: ১৩

মুদ্রণ তারিখ: মঙ্গলবার, জুন ২০, ২০২৩

আমি, চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় হিসাবে চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

চেয়ারম্যান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ	২৬-৬-২০২৩ তারিখ
সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬/৬/২৩ তারিখ

এপিএ টিমের ছবি

সামনের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক হতে)

প্রফেসর দীনা পারভীন, উপপরিচালক, প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী, উপপরিচালক, কাজী কামরুল আহছান, পরিচালক, মোঃ ওবায়দুর রহমান, সচিব (উপসচিব), মোঃ এনামুল কাদের খান, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), এস.এম. মাসুদুর রহমান, সদস্য(যুগ্মসচিব), মোঃ আবদুর রহমান, পরিচালক (উপসচিব) ও প্রফেসর মোঃ শাহীন আলম চৌধুরী, উপপরিচালক।

পিছনের সারিতে দন্ডায়মান (বাম দিক হতে)

মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, ফারজানা রসূল, সহকারী পরিচালক, শারমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক, আলাউদ্দিন আহামেদ, সহকারী পরিচালক, লুৎফর রহমান, সহকারী পরিচালক।

১.১৭. SMART বাংলাদেশ বিনির্মাণে গৃহীত পদক্ষেপ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ-এ ০৪টি পিলার যথাক্রমে (১) স্মার্ট সিটিজেন (খ) স্মার্ট সোসাইটি (গ) স্মার্ট ইকোনমি ও (ঘ) স্মার্ট গভর্নমেন্ট অন্তর্ভূক্ত করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে ভিশন ২০২১ ঘোষণা করেছিলেন সেটি দেশের সকল পর্যায়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণের অবগতির জন্য মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নানা ধরনের প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচারের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কর্তৃক লিফলেট প্রণয়ন ও প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রচারের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এনটিআরসিএ এর মাঠ পর্যায়ে কোন অফিস নেই। তবে এনটিআরসিএ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, অবহিতকরণ সভা ও কর্মশালায় স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা হচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে লিফলেট প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এনটিআরসিএ এর ওয়েবসাইটে স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন-২০৪১ সম্পর্কে ট্যাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।সকল ডিজিটাল-সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউড এর আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডাটা শেয়ার করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.১২.২০১৫ খ্রি: তারিখের পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এনটিআরসিএ কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্য পদের চাহিদা গ্রহণ করা হয়। শূন্য পদের চাহিদার ডাটাসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিক্ষাতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সাথে নিয়মিত শেয়ার করা হচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও এনটিআরসিএ:

স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ এর ০৪টি পিলারের মধ্যে অন্যতম পিলার স্মার্ট সিটিজেন গড়তে হলে দেশে বিজ্ঞানসম্মত উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন আবশ্যক। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত শিক্ষক প্রয়োজন। এনটিআরসিএ ডিজিটাল বাংলাদেশ এর আওতায় সম্পূর্ণ

অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদে শিক্ষক নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৮৫,৪০১ জন শিক্ষককে অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আরো ৩২,৪৩৮ জন শিক্ষককে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত এ সকল শিক্ষক ভবিষ্যত প্রজম্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন গড়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

এ ছাড়া এনটিআরসিএ কর্তক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও অবহিতকরণ সভা ও কর্মশালায় স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ সম্পর্কে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অংশীজনদের অবহিত করা হচ্ছে। এনটিআরসিএ-র সকল ডিজিটাল সেবাকে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউড এর আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করা হচ্ছে। এনটিআরসিএ কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এন্ট্রি লেভেলের শূন্যপদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্যপদের তালিকা গ্রহণ করা হয়। শূন্যপদের চাহিদার ডাটাসমূহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ব্যানবেইসের সাথে নিয়মিত শেয়ার করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ প্রজম্মের জন্য সময় উপযোগী শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এনটিআরসিএ নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস সমূহ হালনাগাদ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মেধা সম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১ প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনটিআরসিএ বদ্ধ পরিকর।

১.১৮. জনসেবার মান উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম :

জনসেবার মান উন্নয়নের অংশ হিসেবে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এনটিআরসিএ কার্যালয়ের হেল্প ডেক্স এর পার্শ্বে সিটিজেনস চার্টার বিল বোর্ড আকারে সেবা প্রত্যাশীদের প্রদর্শনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রদানের অংশ হিসেবে এ কার্যালয়ের মুজিব কর্ণারে সেবা প্রত্যাশীদের বসার ব্যবস্থাসহ পানি পানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এনটিআরসিএ কার্যালয়ের প্রবেশ পথে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে ।

১.১৯. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম:

এনটিআরসিএ-র সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ-র কার্যক্রম আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে প্রশংসিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে ২০২২- অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে তথ্য অধিকার পুরস্কার-২০২২ এ এনটিআরসিএ ১ম স্থান অর্জন করেছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা দূরীকরণ, মেধাবীদের চাকুরি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সেবা প্রত্যাশীদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি হ্রাস, ব্যয় হ্রাস এবং শিক্ষার মান উন্নয়নসহ বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের জন্য এনটিআরসিএ নিরলসভাবে কাজ করছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই প্রতিবেদনে QR কোড সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রে জালিয়াতি প্রতিরোধকল্পে সংশোধিত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র ও দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্রে স্মারক নং এবং ইস্যু তারিখ লিপিবদ্ধ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যয়নপত্র সংশোধন ও দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ করা হচ্ছে। শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে প্রত্যয়নপত্র যাচাই কার্যক্রম চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড SMS এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। NTRCA এর তালিকাভুক্ত পরীক্ষক ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের ডাটাবেইজ অনলাইনে হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশীদের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২৩ সালে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালার বিধান অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির জন্য ৪২টি আবেদনপত্র পেয়েছি। এর মধ্যে ৪২টি আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১.২০. সুশাসন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ:

শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এনটিআরসিএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে বিভিন্ন কর্মশালা/অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভা ও কর্মশালায় সিটিজেনস চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে।

এনটিআরসিএ'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ, তথ্য হালনাগাদকরণ, সভা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১.২১. কর্মপরিবেশ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা, পেশাগত উৎকর্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য অতিথি প্রশিক্ষক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষক দিয়ে সফলতার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ইগভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, তথ্য অধিকার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসমূহ সম্পন্ন করা হচ্ছে। কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সুপারিশকরণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশীদের কাঙ্খিত সেবা ও QR কোডযুক্ত সনদ যাচাই প্রতিবেদন ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। ই-ফাইলে ৮০% এর উপরে ফাইল নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রসমূহে ইজিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

১.২২. ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

দাপ্তরিক কর্মকান্ডে কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংস্কারমূলক ও সৃজনশীল যে সকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে যে সকল কর্মকান্ডের তালিকা:

ক্র: নং	সংস্কার/উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	২	৪
১	শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার কার্যক্রম ডিজিটাইজকৃত	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য প্রার্থীদের অনলাইন আবেদন গ্রহণ, প্রবেশপত্র সরবরাহ/আপলোড ও প্রার্থীদের অবহিতকরণসহ পরীক্ষার ফলাফল প্রার্থীদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে। নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সমন্বিত মেধা তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হচ্ছে। .(২০১০-২০১১)
২	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম ডিজিটাইজকৃত	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-নিবন্ধনকরণ, শূন্য পদের চাহিদার জন্য ই-রিকুইজিশন, শূন্য পদের চাহিদা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, শূন্য পদের বিপরীতে মেধা ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ইত্যাদি কাজ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ই-নিবন্ধনের পর নিবন্ধিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদের চাহিদা অনলাইনে সংগ্রহ করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিবন্ধিত শিক্ষকদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন (ই-এ্যাপ্লিকেশন) গ্রহণ করা হয়। অত:পর নিবন্ধিত শিক্ষকগণের নিবন্ধন পরীক্ষার নম্বরের আলোকে সৃজিত মেধা তালিকা হতে প্রার্থীদের পছন্দক্রম এবং মেধার ভিত্তিতে শূন্য পদের বিপরীতে অটোমেশনের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিরাপত্তা/পুলিশ ভেরিফিকেশনের পর নিয়োগ সুপারিশ এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো হয়। (২০১৭-২০১৮)
৩	অনলাইনে দ্বি-নকল (Duplicate) নিবন্ধন সনদ প্রদানের তথ্য অবহিতকরণ	দ্বি-নকল (Duplicate) সনদ প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নির্ধারিত ফি, জিডির কপি, একাডেমিক সনদ, প্রবেশপত্র সহকারে গ্রহণ করে যাচাইয়ান্তে এ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটের নির্ধারিত সেবা বক্সে প্রদান করা হচ্ছে। (২০১৭-২০১৮)
৪	অনলাইনে সংশোধিত নিবন্ধন সনদ প্রদানের তথ্য অবহিতকরণ	সংশোধিত নিবন্ধন সনদের আবেদন যাচাই করে এ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটের নির্ধারিত সেবা বক্সে প্রদান করা হচ্ছে। (২০১৮-২০১৯)
৫	সনদ সংশোধন ও দ্বি-নকল সনদ সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ	সনদ সংশোধন ও দ্বি-নকল সনদ সরবরাহের তথ্য এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে। আবেদনকারীকে টেলিফোনেও জানানো হচ্ছে। (২০১৯-২০২০)
৬	শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাই সহজীকরণ	শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের পত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্তির পর যাচাই অন্তে ০৭ দিনের মধ্যে ই-মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে প্রদান করা হচ্ছে। ডাকযোগে হার্ডকপিও প্রেরণ করা হচ্ছে। (২০২০-২০২১)

৭	এনটিআরসিএ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন	এনটিআরসিএ'র বিভিন্ন তথ্য প্রদানের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের ফোন নম্বর (০২-৪১০৩০১৩০) ওয়েবসাইটের অনুসন্ধান আইকনে প্রদর্শন করা হচ্ছে। (২০২০-২০২১)
৮	শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাই প্রতিবেদনে QR কোড সংযোজন	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাই আবেদনের প্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রেরিত সনদ যাচাই প্রতিবেদনের জালিয়াতি প্রতিরোধকল্পে QR কোড সংযোজন করা হয়। (২০২১-২০২২)
৯	প্রতিষ্ঠানের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড SMS এর মাধ্যমে প্রদান	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের লক্ষে প্রতিষ্ঠান সমূহকে ই-রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে প্রোফাইল তৈরি করতে হয় এবং পরবর্তীতে ই-রিকুইজেশন এর মাধ্যমে শূন্য পদের চাহিদা নেওয়া হয়। অনেক প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন প্রতিষ্ঠান প্রধান অবসরে চলে গেলে অথবা বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠান সমূহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড হারিয়ে ফেলে। আগে টেলিটক বাংলাদেশ হতে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হতো যা বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। এখন খুব দ্রুততার সাথে এনটিআরসিএ হতে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধান/USEO/DEO গণকে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরবরাহ করা হয়। (২০২১-২০২২)
১০	শিক্ষক নিবন্ধন সনদের জালিয়াতি প্রতিরোধকল্পে সংশোধিত নিবন্ধন সনদ ও দ্বি-নকল সনদে স্মারক নং এবং ইস্যু তারিখ লিপিবদ্ধকরণ	নিবন্ধিত শিক্ষকগণের নিবন্ধন সনদ যদি হারিয়ে গেলে অথবা সংশোধনের প্রয়োজন হলে এনটিআরসিএ'র প্রদানকৃত শিক্ষক নিবন্ধন সনদের জালিয়াতি প্রতিরোধকল্পে সংশোধিত নিবন্ধন সনদ ও দ্বি-নকল সনদে স্মারক নং এবং ইস্যু তারিখ লিপিবদ্ধকরণ করা হয় (২০২১-২০২২)
১১	NTRCA এর তালিকাভুক্ত পরীক্ষক/প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের ডাটাবেইজ অনলাইনে হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ।	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্যপ্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী, পরিশোধনকারী, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক এর পুল এর তালিকাটি হালনাগাদের উদ্দেশ্যে গুগল ফরম এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী শিক্ষকবৃন্দ https://forms.gle/8UtA4tnVYaBdKrvG8 লিংকে প্রবেশ করে অথবা সংযুক্ত QR কোড স্ক্যান করে লিংকে প্রবেশ করে তথ্য ফরমটি পূরণ করার মাধ্যমে তালিকাটি হালনাগাদ করতে পারে। (২০২১-২০২২)
১২	NTRCA Certification Verification System নামে সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ	বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১.১ নং কার্যক্রমের আওতায় সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সিটিজেনস চার্টারভুক্ত সেবা "শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রত্যয়নপত্র যাচাই" কাজ সহজে, নির্ভুলভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন এর লক্ষ্যে NTRCA Certificate Verification System নামে একটি সফ্টওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রত্যয়নপত্র যাচাই প্রত্যাশী কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহ নিবন্ধিত প্রার্থীর প্রত্যয়নপত্র যাচাই করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারবেন। (২০২২-২০২৩)

বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এবং প্রকৃত আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব (হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং		আয়			ব্যয়			
		বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকৃত আয়	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
১.		অর্থবছরের সমাপনী স্থিতি	১,০০৯.০১	১,০০৯.০১	৩১১১১০১	মূলবেতন (অফিসার)	১৫৫.৮৬	১৩৪.৯৯
২.		ব্যাংক সুদ	১,৮০০.০০	২৬১৪.৭	৩১১১২০১	মূলবেতন (কর্মচারী)	৯৩.৯০	৬৭.৩০
৩.	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি (e-Application, e-Requisition & etc)	৬,০০০.০০	৫৩০.৭৭	৩১১১৩০১-৩১১১৩৩৫	ভাতাদি	২৯৬.২৩	২০৪.৯২
৪.	১৪২২৪০২	দ্বি-নকলচার্জ	০.৩০	০.১৩	৩২১১১০১-৩২৫৮১০৭	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৩,১৪৭.৫০	১,২৩১.১৮
৫.	১৪২২৩১৮	দরপত্র দলিলফি	০.১০	-	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্যতহবিল	৪০.০০	২৭.১০
৬.	১৪২৩২০৪	সরকারি যানবাহন	০.১০	১.০৮	৩৭২১১০২	কল্যাণঅনুদান	১০০.০০	-
৭.	১৪২৩২২৫	কাগজ ও স্টেশনারী	০.০২	০.০১	৩৫১২১০৩	গৃহ ঋণের সুদের ভর্তুকি	-	-
৮.	১৪২৩২২৬	ব্যবহৃত কাগজ ও স্টেশনারী	২.০০	০.৪৪	৩৭৩১১০১	আনুতোষিক	-	-
৯.	১৪৪১২৯৯	বিবিধ	০.৫০	২.০৯	৪১১১২০১-৪১১৩৩০১	মূলধনব্যয়	৭৬৫.০০	১৯.৯৭
১০.	গৃহ ঋণের সুদের ভর্তুকী ফেরত		-	০.৮৩	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়	৪,০০০.০০	-
১১.	আয়		৭,৮০৩.০২	৩১৫০.০৫	৭২১৫১০১-৭২১৫১০৫	আর্থিক সম্পদ	-	-
১২.	সর্বমোট আয় (১+১১)		৮,৮১২.০৩	৪,১৫৯.০৬		মোট ব্যয়	৮,৫৭৮.৪৯	১,৬৮৫.৪৬

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- সেবা প্রত্যাশীদের স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছাড়া সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন;
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকের শূন্য পদে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষককে সুপারিশকরণ;
- এনটিআরসিএ-এর কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভা, সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন;
- প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাস হালনাগাদকরণ;
- কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদ সংরক্ষণ, স্থায়ী করণ, শূন্যপদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করণ;
- এনটিআরসিএ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- এনটিআরসিএ-এর সাংগঠনিক কাঠামো এবং টি ও এন্ড ই সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ;
- এনটিআরসিএ-এর বিদ্যমান আইন,বিধি ও প্রবিধান প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন;
- এনটিআরসিএ-এর স্থায়ী অফিস স্থাপন।

উপসংহার

উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। এনটিআরসিএ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শূন্য পদে শিক্ষক নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করছে। এ পর্যন্ত ১,১৩,২৪০ জন শিক্ষককে অটোমেশন পদ্ধতিতে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচন করে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত এ সকল শিক্ষক ভবিষ্যত প্রজম্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে স্মার্ট সিটিজেন গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সেবা প্রত্যাশীদের কাছে এ দপ্তরের জবাবদিহিতা,সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এনটিআরসিএ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।